রেজিষ্টারি নং৭৭ Rigistered No 77. রেজিষ্টার ং ৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮।, ডাক মাশুল ১।৹, ষাণ্মাসিক ৪৸, ডাকমাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০।৹, ডাক মাশুল ১।৹টাকা প্রতি খণ্ড ।৵ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পুংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৶৹আনা। ইংরেজী প্রতি পুংক্তি ।৹আনা।

৯ম ভাগ { কলিকাতাঃ—৩০এ আষাঢ়, —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ১৩ই জুলাই ১৮৭৬ সাল } ২২ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—ঃ০ঃ—

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রী যুক্ত বাবু শশী ভুষণ দের বাটিতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

১। গ্রীষ্মকালীন পানিয় দ্রব্য। পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ এক চামচে পান করিলে শরীর সিদ্ধ, হজমীকারক, অগ্নি বৃদ্ধিকারক ও পেটের উপদ্রব নাশ করিবে। মূল্য ॥৵৹ প্যাকিং ৵

২। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃদকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শ, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা উদারাধ্মান, বায় উদ্গার ইত্যাদি মুল্য ১ প্যকিং ৵

৩। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামড়ালে, বিদুনে, কনকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৸৹ প্যাকিং ৵

৪। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ চুলকনি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁছড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৸৹ প্যাকিং৵

৫। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ॥৹ প্যাকিং /১০

৬। শরীর শাধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমুত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রী লোকের বাধক পুরতন কাশী অম্ল পিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন ২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে মূল্য ১৵ প্যাকিং /০

৭। গৃহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নুতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ালি, ও গৃহিণী পীড়ার উপশম হইবে। মূল্য ৸ ঐ

৮। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম॥ পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরামর অন্যান্য ঘা। যথা নুতন, পুরাতন ঘা, নালী ঘা অর্শ পীড়ার যে ঘা বলি থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নুতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে। মূল্য ॥০ ঐ /১০

কেশকন্দর্প তৈল।

৯। ইহা মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশ মূল বলিষ্ট হইয়া কেশের স্থূলতা, কেশ বৃদ্ধি কারিতা, ও কেশের সুচিকর্ণতা গুণ দর্শিবে। এমন কি, অকালে যে কেশ শুভ্র হয়, তাহা এই তেল দ্বারা স্বাভাবিক কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইবেক। বিশষতঃ, ইহা দ্বারা মস্তিষ্কের হীনত ...কৃত হইয়া মস্তিষ্ক সুশীতল হইবেক। মুল্য ৸৹ প্যাকিং /১০

যশোর লোন কোম্পানী লিমিটেড

মূলধন ২০০০০ বিশ হাজার টাকা, প্রতি অংশ দশ টাকা।

১৮৬৬। ১০ আইনানুসারে, উক্ত কোম্পানী স্থাপিত ও রেজেষ্টরিকৃত হইয়াছে। কোম্পানি সংস্থাপনের অভিপ্রায় এই যে, টাকা কর্জ্জ দিয়া শুদ গ্রহণ করা এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য২ যে কর্ম্ম করা অবশ্যক তাহা করা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কেহ কোম্পানির মুলধনের অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে যিনি যত অংশ লইতে ইচ্ছা করেন তাহা আমাকে লিখিত পত্রের দ্বারা নাম নিবাসাদি সহ জ্ঞাত করিবেন। কোম্পানীর কার্য্য সম্বন্ধে যে কোন বিষয় কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি যশোর লোন কোম্পানীর কার্য্যালয়ে আমার নিকট অথবা ঐ কোম্পানীর পক্ষে মেনেজিং ডিরেকটর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন গুহ মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন
সেক্রেটরি লোন কোম্পানী
যশোর।

রোগ বিশেষে ব্যবস্থা।

মুল্য ১।০

উজীর পুত্র চতুর্থ পর্ব্ব।

প্রতি আট পেজি ফরমার
মুল্য

শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব
৫৪ নং হাটখোলা
৫ নং শোভাবাজার রাজবাটী।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৵০ অনা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বলাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভস্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিস্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মুল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মুল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

আমরা সুলভ মুল্যে ক্রিয়ার্থ বিলাত হইতে অতি আশ্চর্য্য ম্যাজিক অর্থাৎ ছায়া বাজী আনায়ন করিয়াছি। ইহার প্রত্যেক সেটের মুল্য ৩ টাকা হইতে ৬, ২৫ ১২০ টাকা পর্য্যন্ত।

ডি, এন, বিশ্বাস এণ্ড কোঃ
৩২ নং লাল দিঘীর দক্ষিণ
বন্দুকের দোকান।
কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

আমি ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথি ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলিউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান	মায় ডাকমাশুল	
১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা		১৷৶০
ঐ ২য় সংখ্যা		১৷৶
হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্ব	১ম সংখ্যা	১৶০
অর্শরোগের মহৌষধ		১৷৷০

অর্শ রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন

টাক রোগের মহৌষধ	১৷৷০
হোমিওপ্যাথিক মেডিসন চেষ্ট	২৫
ঐ ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স	১০
ঐ ১০ শিশি বাক্স	৫

এই২ বাক্সে এক২ খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তিত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহা নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ী

কলিকাতা ৩৪ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট।

নিম্নলিখিত রোগের অবধৌত মতের ঔষধ আমার নিকট পাওয়া যায়।

মুল্য ৪ মোড়া টাকায়।

১ মলবদ্ধ। ২ হাওয়াল দেল্। ৩ বমন। ৪ উদরী। ৫ পুরুষত্বহানি। ৬ অগ্নি মান্দ্য। ৭ প্রস্রাব জ্বালা। ৮ ধাতুক্ষরা। ৯ বহুমূত্র। ১০ সিত্র বা ধবল। ১১ হাপানি কাশী। ১২ আমাশয়। ১৩ এক কপালে মাথা ব্যথা। ১৪ পেটের দুর্গন্ধ। ১৫ ন্যাবা। ১৬ প্রমেহ। ১৭ বায়ুগোলা। ১৮ মুখের দুর্গন্ধ। ১৯ রক্ত পিত্ত।

শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব।

৫৪ নং হাট খোলা।

৫ নং সভাবাজার রাজবাটি

কলিকাতা।

জয় পাল।

ইতিহাস মূলক নাটক।

কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রারি; বিশ্বাস এণ্ড কোং; বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রিট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে; ঠনঠনিয়া, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, নং ৩৭, আলবার্ট প্রেস; চিনাবাজার, পদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে ও অপরাপর স্থানে এবং গড় পার ডে নং ৪৯ গড় পার বান্ধব, পাঠ্য পুস্তকালয় অথবা আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মুল্য ১ এক টাকা; ডাক মাশুল ৵০ দুই আনা মাত্র।

শ্রীপ্রথম নাথ মিত্র।

নং ৫৯, গড় পার রোড, কলিকাতা।

নগ-নলিনী নাটক। মুল্য ১ এক টাকা, ডাক মাশুল ৵০ এক আনা উক্ত ২ স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ডাক্তার ফকির চাঁদ বাবুর কৃত অব্যর্থ ঔষধ সকল।

১। যকৃত বৃদ্ধি ও জ্বর। ১৪ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ হয়। ২। শুদ্ধ যকৃত বৃদ্ধি ৭দিনে আরোগ্য লাভ হয়। ৩। উলাউঠা ভেদ বমি তৎক্ষণাৎ রহিত হয়। নাড়ী গরম হয়। ৪। দন্তশূল। দিবা মাত্র আরোগ্য হয়। ৫। খোস পাচড়া। ২ দিনে আরাম হয়।

৬। ঠুন্‌কো। একে দিনেই ঐ

৭। পিলে জ্বর সাত দিনে ঐ

৮। সুদ্ধ পিলে। দশ দিনে ঐ

৯। সুখো মলম। পচা ঘা পাঁচ ছয় দিনে শুকিয়ে যায়। ১০। অম্ল শূল দুই পানেই তৎক্ষণাৎ আরাম হয়। ১১। পুরাতন ও মালেরিয়া জ্বর। সাত দিনে আরাম হয়। ১২। রক্ত পিত্ত। দুই পানে রক্ত উঠা রহিত হয়। ১৩। অগ্নি মান্দ্য বা অক্ষুধা তিন দিনে ভাল হয়। ১৪। গ্রহিণী। সাত দিনে ভাল হয়। ১৫। বমন। তৎক্ষণাৎ ভাল হয়। ১৬। দাদ। তিন দিনে ভাল হয়। ১৭। আম বাত। এক দিনেই ভাল হয়। ১৮। পুরাতন ধাতু চালা। সাত দিনে ভাল হয়। হাটখোলার ৫৪নং ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক রোগের অব্যর্থ ঔষধ প্রস্তুত আছে মুল্য বোতল শিশির গায় লেখা আছে।

ডাক্তার শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব।

৫নং সভাবাজার রাজ বাটী।

কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্য দলের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম লেফটেনেণ্ট কর্ণেল এবং ইংলণ্ড দেশের অন্তর্গত ডিভন কাউণ্টীর অন্তঃপাতি টরকোয়ে নগরস্থিত নিউষ্টেড হাউসবাসী পরলোকগত জর্জ টাইমিনস (George Timins) সন ১৮৭১ সালের ২রা মার্চ তারিখে উপরোক্ত নিউষ্টেড হাউসে মানবলীলা সংবরণ করেন এবং তাঁহার ভারতবর্ষস্থ সম্পত্তি ও পাওনা সম্বন্ধে লেটারস অব য়্যাডমিনষ্ট্রেশন (Letters of Administration) বোম্বাই নগরস্থ হাইকোর্ট বিচারালয় হইতে সন ১৮৭৬ সালের ২২ এ জুন তারিখে উপরের লিখিত মৃত জর্জ টাইমিনসের বিধবা স্ত্রী ও য়্যাডমিনিষ্ট্রেট্রিকস শ্রীমতী জেন মেরিয়া টাইমিনসের (Jane Maria Timins) পক্ষে উপরোক্ত আদালতের অন্যতম সলিসিটার ল্যানসলট ফ্লেচার সাহেবকে(Lancelot Fletcher) প্রদত্ত হয়। যে সমুদয় ব্যক্তির উপরোক্ত জর্জ টাইমিনসের সম্পত্তি সম্বন্ধে দাবি দাওয়া থাকে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা অদ্যকার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তাঁহাদের স্ব স্ব দাবির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বোম্বাইয়ের ফোর্ট স্থিত ১২ নং র‍্যাম্পার্ট রো স্থিত আমাদের আফিসে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। উপরোক্ত সময় শেষ হইয়া গেলে উপরোক্ত ল্যানসলট ফ্লেচার সাহেব উপরোক্ত মৃত জর্জ টাইমিনসের সম্পত্তি সম্বন্ধীয় সমুদয় টাকা ইংলণ্ডস্থিত উপরোক্ত য়্যাডমিনিষ্ট্রেট্রিকস শ্রীমতী জেন মেরিয়া টাইমিনসের নিকট পাঠাইয়া দিবেন এবং পরে কোন দাবি দাওয়া উপস্থিত হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

সন ১৮৭৬ লাল তারিখ ২৬ এ জুন।

ফ্লেচার ও স্মিথ,

উক্ত য়্যাডমিনিষ্ট্রেট্রিকসের য়্যাটর্ণীগণ,

বোম্বাই।

Fletcher & Smith
Attornies to the Administratrix
Bombay.

উদাসীন প্রাপ্ত অব্যর্থ ঔষধ।

অম্ল পিত্ত রোগের মহৌষধ।

অম্ল পিত্তারী চূর্ণ।

ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অজীর্ণ অম্লপিত্ত, অম্ল শূল, গুল্ম, উদরী, গৃহিণী নানা প্রকার উদরাময় আরোগ্য হয়, সপ্তাহ সেবনে হৃদ ফাঠাদি যাতনার লাঘব হয়। প্রায় ৫।৬ শত লোক আরোগ্য হইয়াছে মূল্য এক সপ্তা এক টাকা।

পাচক জল।

ইহাও সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগের মহৌষধ। বিশেষতঃ অসহ্য পীড়াদায়ক শূল রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য এক সপ্তার ব্যবহার্য্য এক বোতল ॥০ আট আনা।

অজীর্ণ কুল কণ্টক।

এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ নষ্ট করে বিশেষতঃ শূল, আম শূল, গুল্ম, উদরী এবং কোষ্টাশ্রিত বায়ু রোগ নিশ্চয় আরোগ্য করে। সহজ শরীরে সেবন করিলে কোষ্ট পরিষ্কার হয় এবং ক্ষুধার বৃদ্ধি রাখে। মুল্য এক সপ্তা ১ টাকা।

বাত সংহারক তৈল।

এই তৈল নিয়মিত মর্দ্দনে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার বাত রোগ আরোগ্য হয়। ইহা দ্বারা খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত গ্রস্ত রোগী পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়াছে। মুল্য অর্দ্ধপোয়া এক শিশি ১ টাকা।

কুষ্ঠাদি তৈল।

এই তৈল দ্বারা কুষ্ঠ, ধবল, দূষিত নালি ঘা পাঁচড়া আরোগ্য হয়। মূল্য এক ছটাক ১ টাকা।

পুষ্টি বর্দ্ধক মোদক।

ইহা নিয়মিত সেবন করিলে ধাতু দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্ব হানি মস্তিষ্কের হীন বলতা নষ্ট হয়। মুল্য এক সপ্তা ১৷৷০ টাকা।

ত্রই সমস্ত ঔষধ যাহার প্রয়োজন হইবে তিনি ভবানীপুর, চড়কডাঙ্গা শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে পাইবেন। নিয়মিত ঔষধ সেবনে রোগ আরোগ্য না হইলে মুল্য ফেরৎ দেওয়া যাইবে

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানীপুর।

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র চৌধুরী নলহাটী	১
" " সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, মহাদেবপুর ষ্টেশন পত্তিতলা	৫
" " লক্ষ্মীরাম দাস, তেজপুর, মদপী	১০
" " কেদারকিশোর আচার্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা	৭
" " গোবিন্দনাথ রায় চৌধুরী, রংপুর, লক্ষণপুর	৫
" " শ্রীনাথ সেন কাটোয়া	১০
" " মতিনাল বন্দ্যোপাধ্যায় কানপুর	১০
" " হরিনারায়ণ রায় বকচর	৫
" " কীর্ত্তিচন্দ্র শর্ম্মা বড়ুয়া নওগাঁ	১০
" " নিবারণচন্দ্র বসু আড়বেলিয়া	২
" " রমেশচরণ রায় কোতালগঞ্জ চট্টোগ্রাম	১০
" " গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর ফশবা, শীঙ্গার বিল	১৷৷০
" " প্রন্নকুমার দাস দেওয়ানবাড়ী চট্টগ্রাম	১০
" " রামগোপাল বিদ্যান্ত লক্ষ্ণৌ	১০
" " কাতীকৃষ্ণ মিত্র বেররাই শীতারামপুর	১০
" " বিষ্ণু চরণ দত্ত নালদহ	১০
" " মহেন্দ্রনাথ ঘোষ আলাহাবাদ	১০
" " হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লোহাগড়া	৫
" " গিরিশ্চন্দ্র রায় দমদমা	৬
" " অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ চৌকিভাঙ্গা	১০
" " গঙ্গাচরণ সরকার ঢাকা	১০
রাণী সৌদামিনী তাহেরপুর	৮
" " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় সুলতানগাছা মগরা	২২
মৌলবীআবদুল ওয়াজেদ পাংসা	১০
শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহরমপুর	৫
" " এককড়ীলাল রায় পার্ব্বতিপুর	৫
" " মধূশুদন সান্যাল, পাবনা	১০
" " রোমান লাহা, পরহাটা	৫
" " অন্নদাচরণ কাস্তগীরি, চট্টগ্রাম	৫
" " প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দমদমা	৪

অমৃতবাজার পত্রিকা

সন ১২৮৩ সাল ৩০এ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার।

সারসালার জঙ্গ।

সার সালার জং গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যত সৌহৃদ্যতাই দেখান তিনি পূর্ব্বে যাহাই করুন এখন গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে নিজামের এক বিন্দু স্বার্থও পরিত্যাগ করিবেন না। গবর্ণমেণ্ট কৌশল পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বেরার রাজ্য গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি রাজ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত আবার প্রাণ পণে যত্ন করিতেছেন। অনেকের বিশ্বাস যে তিনি এই রাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। তিনি কখন কোন নিজামকে গবর্ণর জেনারেলের আহুত কোন দরবারে উপস্থিত হইতে দেন নাই। ভারতবর্ষে যুবরাজের আগমন উপলক্ষে যখন রাজসূয় ব্যাপার হয় তখন তিনি কৌশল পূর্ব্বক নিজামকে রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইতে দেন না। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাহার যে বাদানুবাদ হয় তাহাতে তিনি জয়ী হন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া সার সালার জং যথোচিত রূপে সম্মানিত হইতেছেন। মহারাণী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করেন এবং এক সঙ্গে বসিয়া আহার করেন। তিনি যখন পদ ভগ্ন করিয়া শয্যাগত ছিলেন তখন যুবরাজ প্রতি দিন তাঁহার অনুসন্ধান লইতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান য়্যাশোসিয়েশন হইতে ইঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। বড় বড় স্বাধীন রাজারা ইংলণ্ডে গমন করিলে ইংরাজেরা তাহাদের উপর যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি দেখান ইঁহার প্রতি তাহার অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করা হইতেছে। সার সালার জঙ্গের উপর এরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা দেখানের কারণ কি বুঝা যায়না। যখন শিপাহী বিদ্রোহ হয় তখন বটে তিনি গবর্ণমেণ্টকে বিস্তর সাহায্য করেন। সে সময় যদি নিজামের প্রজারা ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিত তাহা হইলে ইংরাজদিগের বিপদের সীমা থাকিত না। তাহা হইলে হাইদ্রাবাদের সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় দক্ষিণ ভারতবর্ষ অস্ত্র ধারণ করিত। যখন ইংরাজেরা দিল্লী হইতে দূরীকৃত হইলেন তখন বোম্বাইয়ের গবর্ণর হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্টের নিকট তারে সম্বাদ পাঠান যে যদি নিজাম আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বস্ব যাইবে। এই বিপদের সময় বটে সার সালার জং প্রাণ পণে ইংরাজদিগের সাহায্য করেন। নিজামের অন্যান্য অমাত্যেরা তাহাকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান করেন। তাহারা বলেন যে ইংরাজদিগের পতন হইয়াছে এখন নিজাম যদি উদ্যোগ করেন তাহা হইলে আবার ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইবে। হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট দিল্লী পতনের সম্বাদ প্রাপ্ত হইবার তিন দিন পূর্ব্বে হাইদ্রাবাদের লোকে এই সম্বাদ শ্রবণ করে। সুতরাং সালার জং যদি একটু বিপক্ষতাচরণ করিতেন তাহা হইলে রেসিডেণ্টের কোন রূপ সতর্ক হওয়ার পূর্ব্বে এবং তাহার দিল্লীর অমঙ্গল সম্বাদ প্রাপ্ত হইবার অগ্রে হাইদ্রাবাদের লোক অস্ত্র ধারণ করিত এবং তাহা হইলে রেসিডেণ্ট শঙ্কটে পতিত হইতেন। কিন্তু সালার জং নিজামের মনে মুহূর্ত্তের নিমিত্ত সে ভাব উদয় হইতে দেন নাই। প্রত্যুত তিনি সৈন্য সামন্ত দ্বারা ইংলিশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করেন। যখন ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ লোক হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্টকে আক্রমণ করে তখন তিনি তাহাকে রক্ষা করেন। তবে ইংরাজদিগের ৫৭ খৃঃ অব্দে যে বিপদ হয় তাহাতে এখন যে সমুদয় রাজা বর্ত্তমান আছেন তাঁহারা সকলেই সাহায্য করেন। কিন্তু সালার জঙ্গের প্রতি ইংরাজেরা যেরূপ সম্মাননা প্রদর্শন করিতেছেন এরূপ সম্মাননা তাঁহারা আর কাহারও প্রতি কখন প্রদর্শন করেন নাই। বরদার গাইকোয়াড় তাঁহাদের এই বিপদের সময় তাহাদিগকে বিস্তর সাহায্য করেন, কিন্তু তিনি ঘোর অত্যাচারে রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হইলেন। নিজাম তাহাদের পুরাতন বন্ধু বটে। যখন ইংরাজেরা এদেশে নগণ্য ছিলেন তখনও নিজাম তাহাদিগকে যথোচিত সাহায্য করেন। যখন ইংরাজদিগের সঙ্গে ভারতবর্ষের আধিপত্য লইয়া ফারাশিশদিগের যুদ্ধ হয় তখন হাইদ্রাবাদের নিজাম ফারাশিশদিগের পক্ষ ছিলেন, কিন্তু নিজাম ইংরাজদিগের অনুরোধে ফারাশিশদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দেন। যখন হাইদ্রাবাদের সঙ্গে ইংরাজদিগের যুদ্ধ হয় তখন নিজাম ইংরাজদিগের বিপক্ষ ছিলেন কিন্তু তিনি ইংরাজদিগের অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাহাদের সঙ্গ যোগ দেন। তিনি ইংরাজদিগের অনুরোধ ক্রমে সুলতানের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু মুসলমান রাজ্য ধ্বংশের পর এদেশে যত রাজা ছিলেন সকলই ইংরাজদিগকে প্রথম হইতে সাহায্য করেন। লক্ষ্ণৌয়ের নবাব তাহাদিগকে এই বিপদ কালে অর্থের ও সৈন্যের দ্বারা বিস্তর সাহায্য করেন কিন্তু ড্যাল হাউসি অকারণে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। ইংরাজেরা কৃতজ্ঞতা অনুভবে কাহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দেখান না। তাহারা যদি বিপদ কালের বন্ধুদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে জানিতেন তাহা হইলে দেশের এরূপ দুর্গতি হইত না। মুর্শিদাবাদের নিজামের পরিবার দুরবস্থাপন্ন হইতেন না। ভারতবর্ষ নিধন ও জীবনী শক্তি বিহীন হইত না। কৃতজ্ঞতা দ্বারা চালিত হইয়া ভক্তি দেখান ইংরাজদের জাতীয় ধর্ম্ম নয়। তাহারা এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত বোধ হয় সালার জংকে ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইতেছেন না। ইংরাজেরা শক্তির উপাসক ও কৌশলী। তাহারা এই দুই পথ অবলম্বন করিয়া এ পর্য্যন্ত আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন এবং ইহার নিমিত্ত বোধ হয় সালার জঙ্গকে এরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইতেছেন। তাহারা সালার জংকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন বোধ হয় সালার জঙ্গের প্রভুকে তাহারা সেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেন না। তাহারা জানেন সালার জং প্রকৃত নিজাম। ইনি বাধ্য হইলে নিজাম বাধ্য হইবেন, তাহারা ইহাও জানেন যে ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের এখনও তেজ আছে। তাহাদের হৃদয় হইতে স্বাধীনতার স্পৃহা নির্ব্বাণ হয় নাই, যে ধর্ম্মে তাহাদের বিশ্বাস তাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে খৃষ্টানদিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে শিক্ষা দেয়। তাহারা জানেন যে হিন্দুদিগের মধ্যে কৌশল বলে যেরূপ তাহারা আত্ম কলহ উপস্থিত করিয়াছেন মুসলমানদিগের মধ্যে তাহা পারেন নাই। ভারতবর্ষে যে সমুদয় মুসলমান আছেন তাহাদের মধ্যে এখন হাইদ্রাবাদের নিজাম সর্ব্ব প্রধান, তাহার রাজ্য বৃহৎ। ইংরাজেরা এ রাজ্যে এখন বিষ প্রবেশ করাইতে পারেন নাই। নিজামকে এখনও দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারেন নাই সুতরাং ইংরাজদিগের নিজামকে বাধ্য করা প্রয়োজন। নিজামের ন্যায় অন্যান্য রাজাদিগের যত দিন বিক্রম ছিল তত দিন তাহাদিগকে ইংরাজেরা এই রূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং যত দিন নিজাম অন্যান্য রাজাদিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীন না হইবেন, যত দিন নিজাম গবর্ণমেণ্টের প্রসাদের নিমিত্ত লালায়িত না হইবেন ততদিন ইংরাজেরা তাহাকে এই রূপ সম্মান দেখাইবেন। ইংরাজেরা এদেশীয়দিগের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা উদ্দীপন করিয়া আমাদের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত করেন। আমরা যে পরিমাণে এই আত্মকলহে দুর্ব্বল হইয়া পড়ি গবর্ণমেণ্টের সেই পরিমাণে ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। যদি সালার জঙ্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন দ্বারা অপর রাজাদিগের ইহার উপর ঈর্ষার উদয় হয়, যাঁহারা এখন নিজামকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রদ্ধা করেন তাহাদের শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হইয়া ঈর্ষার উদয় হয় তাহা হইলে হয়ত নিজাম এখন যে পদ মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন তাহা আর করিতে পারিবেন না। কে জানে ইংরাজেরা যে কৌশলে এদেশকে পদানত করিয়াছেন নিজামের উপর আবার সেই কৌশল খেলিতেছেন।

কর সংক্রান্ত মিনিট।

আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ১০ আইনে আইন কর্ত্তারা যে ভ্রম করেন লেঃ গবর্ণরও তাঁহার কর সংক্রান্ত মিনিটে সেই ভ্রম করিয়াছেন। জমিদার ও কৃষি প্রজার মধ্যে যে ভূমির এক জন স্বত্বাধিকারী আছে তাহার অস্তিত্ব একেবারেই অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। আমরা ইহাও বলিয়াছি যে যত দিন মধ্যবর্ত্তীর সহিত জমিদারের বিবাদ ভঞ্জনের উপায় স্থিরীকৃত না হইবে তত দিন কর সংক্রান্ত গোলযোগের শান্তি হইবে না। তবে লেঃ গবর্ণর তাঁহার মিনিটে নানা শ্রেণী ভূমি অধিকারীর স্বত্বাস্বত্বের কোন আলোচনা করেন নাই। তিনি যে প্রজা ও ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় আইন সমগ্র রূপে সংশোধন করিবেন তৎসম্বন্ধেও কোন প্রতিজ্ঞা করেন নাই। তিনি কোন গোলযোগের মধ্যে না যাইয়া কর সংক্রান্ত আইনের একটী ধারা অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারা পরিবর্ত্তন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু এই ১৮ ধারাটীই যত বিবাদের মূল। জমিদারেরা এই ১৮ ধারাটী সকল শ্রেণীর প্রজার পক্ষে খাটাইয়া মধ্যবর্ত্তীর স্বত্ব লোপ অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তীকে কৃষি প্রজার শ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জমিদারদের মুখপাত্র ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান সভা এ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং যাহা লেঃ গবর্ণর প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে দখলীসত্ববিশিষ্ট প্রজা ও জোতদার ইহারা একি শ্রেণীস্থ প্রজা।

যাহা হউক লেঃ গবর্ণর ১৮ ধারা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন আমরা তাহারই আলোচনা করিব। ১৮ ধারায় দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার কর বৃদ্ধির তিনটী হেতু নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে একটী এই যে যদি কোন দখলিস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা তাহার সম শ্রেণীর প্রজাপেক্ষা অর্থাৎ প্রচলিত নিরিখ অপেক্ষা কম নিরিখে খাজানা দেয় তবে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইবে। আদালত যেখানে প্রচলিত নিরিখ নির্দ্ধারণ করিতে না পারেন সেখানে একটী ন্যায্য ও উচিত হার ঠিক করিয়া দেন। লেঃ গবর্ণর বলেন যে এখন ন্যায্য হার ঠিক করিবার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। তাঁহার মতে এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়া থাকা আবশ্যক যে যাহা দ্বারা খাজানার ন্যায্য হার অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে ঠাকুরাণী দাসীর মোকর্দ্দমাই এইক্ষণকার প্রধান নজীর। আদালত এই নজীরের উপর নির্ভর করিয়া এখন ন্যায্য হার নির্ণয় করিয়া দেন। এই নজীরে এই বিধান হয় যে খাজানার হার নির্ণয় করিতে হইলে ভূমির উপস্বত্ব ও তাহার মূল্য ধরিয়া হিসাব করিতে হইবে। আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত বিধানটী বিবৃত করিতেছি। দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এক জন প্রজা এক বিঘা জমির খাজানা ১ টাকা করিয়া দিয়া আসিতেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে এক বিঘা জমিতে ৭ মন ধান্য উৎপত্তি হইত এবং তাহার তখনকার মূল্য ৭ টাকা ছিল। এখন নানা কারণে উক্ত ৭ মন ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া ১৪ টাকা হইয়াছে। এ হিসাবে উক্ত জমির খাজানা এখন ২ টাকা হওয়া উচিত। লেঃ গবর্ণর বলেন যে পূর্ব্বকার ১ টাকা নিরিখ কোন হিসাবানুযায়ী নির্দ্ধারিত হয় না। উক্ত নিরিখ স্থান বিশেষে বেশীও হইতে পারে স্থান বিশেষে

কমও হইতে পারে। এই হিসাবে খাজানার নিরিখ নির্ণীত হইলে এই একটী দোষ হইবে যে যে নিরিখ এক বার বেশী কি কম হইয়াছে তাহা চিরকালই বেশী কি কম থাকিয়া যাইবে। লেঃ গবর্ণর আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন উক্ত জমিতে ৭ মনের স্থানে যদি এখন ১০ মন ধান্য উৎপত্তি হয়, অথবা যদি ধান্যের পরিবর্ত্তে এখন নীল কি তিসি উৎপত্তি হয় তাহা হইলে খাজানার নিরিখ নির্দ্ধারণে সমূহ গোল উপস্থিত হইবে।

তিনি এই নিমিত্ত খাজানার নিয়ম নির্ণয় করিবার জন্য কতক গুলি সাধারণ নিয়ম স্থির করিতে চান। আইনে দখলিস্বত্বহীন প্রজার নিরিখ নির্ণয় সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। প্রজা ও ভূস্বামী উভয়ের সম্মতি ক্রমে উক্ত নিরিখ সাব্যস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং লেঃ গবর্ণরের বিবেচনায় উহা যখন উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে সাব্যস্ত হয় তখন উহা জিনিষের বাজার দরের হিসাবে এক রূপ ঠিকই হইয়া থাকে। অতএব দখলিস্বত্বহীন প্রজার নিরিখ অবলম্বন করিয়া দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার নিরিখ সাব্যস্ত হইতে পারে। এ দেশে দখলিস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সংখ্যাই অধিক। এবং দখলিস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সঙ্গেই ভূম্যধিকারিদের বিবাদ। কোন স্থানের দখলিস্বত্বহীন প্রজার নিরিখ কি তাহা কলেক্টর সাহেবেরা অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে জানিতে পারেন। যেখানে সন্দেহ হয় সেখানে এই একটী সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে। দখলিস্বত্বহীন প্রজার নিরিখ ভূমির মোট উপস্বত্বের মূল্যের পঞ্চমাংশ হওয়া উচিত। যদি এক বিঘা জমির ধান্যের মূল্য ১০ টাকা হয় তবে দখলি স্বত্বহীন প্রজা উক্ত জমির বাবদ ২ টাকা করিয়া খাজানা দিবে।

অতএব লেঃ গবর্ণর বলেন যেখানে খাজানার নিরিখ সম্বন্ধে দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার সহিত ভূম্যধিকারির বিবাদ হয় সেখানে প্রথমতঃ তদঞ্চলের দখলি স্বত্বহীন প্রজার খাজানার নিরিখ কত তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ মোকর্দ্দমা উপস্থিতির সময় উক্ত দখলিস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা কি নিরিখে খাজানা দেয় তাহা জানিতে হইবে। এই দুই ভিন্ন শ্রেণী প্রজার দেয় খাজানার মধ্যে যে বাকি দৃষ্ট হইবে তাহার কতকাংশ জমিদারের প্রাপ্য কতকাংশ প্রজার প্রাপ্য। আমরা দৃষ্টান্ত দ্বরা বুঝাইয়া দিতেছি। প্রতি বিঘার খাজানা দখলিস্বত্বহীন প্রজা ২৸০ টাকা ও দখলিস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা ১৷৷০ টাকা হিসাবে দেয়। দখলিস্বত্বহীন প্রজার দেয় এই বেশী ১৷০ টাকার কতকাংশ——ধরুন পঞ্চমাংশ——দখলিস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার ও অবশিষ্ট ১৵টাকা জমিদারের প্রাপ্য। এ হিসাবে দখলিস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার খাজানা বৃদ্ধি হইয়া ১৷৷ টাকার স্থলে ২৷৷ টাকা হইল। লেঃ গবর্ণর দখলিস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার দখলের সময় ভেদে উপরোক্ত অংশের ন্যূনাধিক্যের প্রস্তাব করেন। একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসরের অধিকারেই দখলি স্বত্ব জন্মে। তিনি দখলের সময় ভেদে দখলিস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং প্রস্তাব করেন যে ২০ বৎসরের দখলি স্বত্ববান প্রজা উপরোক্ত বাকীর পঞ্চমাংশ, ৩০ বৎসরের প্রজা তৃতীয়াংশ ও ৪০ বৎসরের প্রজা দুই তৃতীয়াংশ পাইবে। কোন স্থানের দখলি স্বত্বহীন প্রজা প্রতি বিঘায় ৩ টাকা ও দখলি স্বত্ববান প্রজা ১৷৷০ টাকা করিয়া খাজানা দেয়। এখানে দখলিস্বত্বহীন দখলিস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা অপেক্ষা ১৷৷০ টাকা বেশী খাজানা দেয়। দখলি স্বত্ববান প্রজা ২০ বৎসরের হইলে সে এই ১৷৷০ টাকার ।৵ আনা পাইবে ও জমিদার অবশিষ্ট ১৵০ আনা পাইবেন অর্থাৎ তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইয়া ২৷৷৶০ টাকা হইবে, প্রজা ৩০ বৎসরের হইলে তাহার খাজানা ১ টাকা বৃদ্ধি হইয়া ২৷৷ টাকা হইবে, ৪০ বৎসরের হইলে ২ টাকা হইবে।

তবে লেঃ গবর্ণর এই একটী সাধারণ নিয়ম করিবার প্রস্তাব করেন যে দখলি স্বত্ববান প্রজা যে কোন শ্রেণীরই হউক না কেন সে চিরকাল দখলিস্বত্বহীন অপেক্ষা অন্ততঃ শতকরা ২০ টাকা ন্যূন খাজানা দিবে। তাহা হইলে উপরোক্ত হিসাবে যে ২ প্রজার ২৷৷৶০ ও ২৷৷০ টাকা করিয়া খাজানা দিতে হইবে তাহাদের খাজানা কমিয়া ২৵০৮ টাকা হইবে।

উপরোক্ত নিয়মাবলী দ্বারা যে প্রজা চিরস্থায়ী বন্দবস্তের সময় হইতে অথবা একাদিক্রমে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত এক হারে খাজানা দিয়া আসিতেছে তাহার স্বত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মিবে না।

আমরা অদ্য লেঃ গবর্ণরের মিনিটের সারাংশ বিবৃত করিতে পারিলাম মাত্র। মিনিট সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্য যে স্থানের আবশ্যক পত্রিকায় অদ্য তাহার সমাবেশ করিতে পারিলাম না। বিষয়টি যেরূপ গুরুতর তাহাতে দুই চারি কথায় উহা শেষ করা যায় না। লেঃ গবর্ণর দখলি স্বত্ববান প্রজার সম্বন্ধে কর ধার্য্যের যে নিয়ম করিতে প্রস্তাব করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে কি না, তদ্দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হইবে কি না, মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িবে কি কমিয়া যাইবে, কর ধার্য্যের প্রণালী আরও কূট হইবে কি না, ইত্যাদি বিষয় সকল আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।

ইউরোপের যুদ্ধ।

সার্বিয়ার ও মন্টিনিগোরার সঙ্গে তুর্কির ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ৩রা জুলাই তারিখে এই যুদ্ধের সম্বাদ এখানে পৌঁছে। ঐ তারিখে তারে সম্বাদ আইসে যে, মন্টিনিগোরা ও সার্বিয়া তুর্কির বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। তৎপরে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সমুদয় তারের সম্বাদ আসিয়াছে, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম। ৫ই জুলাই। “সার্বিয়ার সৈন্য দল তুর্কি রাজ্যের প্রান্ত উল্লংঘন করিয়া রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তুর্কিরা বলিতেছে যে, শত্রুদিগের দুই সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছে।” ৬ই জুলাই। “তুর্কিরা প্রকাশ করিতেছে যে, উইডিন নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তাহারা জয়ী হইয়াছে। তাহাদের সৈন্যগণ এখন ঝোটসঝারে অবস্থিতি করিতেছে। আবার সার্বিয়ারা বলিতেছে যে, তুর্কিরা জয়ী হয় নাই, বরং বসনিয়ার প্রান্তরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তাহারাই জয়ী হইয়াছে। মন্টিনিগরিয়রা গ্রাহব নামক স্থানের সন্নিকট দিয়া তুর্কি রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। প্রবেশের সময় একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কাহার জয় পরাজয় হয় নাই।” ৭ই জুলাই। “যুদ্ধের শেষ সংবাদ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কাহার জয় কি কাহার পরাজয় হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অনেকের বিশ্বাস যে, তুর্কিরা যে সমুদয় জয় লাভের কথা প্রকাশ করিতেছে উহার অনেকটা অলীক। তুর্কিরা বলিতেছে যে, নাসা নামক স্থানে তাহারা পুনর্ব্বার জয়লাভ করিয়াছে। নাসাতে একটী প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইবার কথা আছে। ইউরোপের প্রধান২ রাজারা কোন দিকেই কোন কথা বলিতেছেন না।” ৮ই জুলাই। “কতক গুলি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের বিশেষ ফল দেখা যায় নাই, তবে মন্টিনিগোরিয়রা প্রকাশ করিতেছে মিডন নামক একটি দুর্গ তাহারা অধিকার করিয়াছে।” ১০ই জুলাই। “মন্টিনিগোরিয়রা গ্যাটজকো নামক স্থানের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। সার্বিয়রা বলিতেছে যে, জেনারেল গনঝাক,নবা নামক স্থানের নিকট দিয়া জোয়াব নামক স্থানের প্রান্ত অতিক্রম করিয়াছে। ওয়াবস্ক নামক স্থানে ৮ ঘণ্টা যুদ্ধ হয়। কাহার জয় পরাজয় হয় তাহার নির্ণয় হয় না। রুশিয়া দেশবাসী জেনারেল চার্ণে সারবিয়দিগের প্রধান সেনাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। সর্বিয় সৈন্য সৌফিয়া নামক স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই গেল এক পক্ষের কথা। আবার তুর্কিরা বলিতেছে যে, বেলিনা নামক স্থানের যুদ্ধে সার্বিয়রা তাড়িত হয় এবং তাহাদের ৯ শত সৈন্য নিহত হয়। সার্বিয়রা বলিতেছে যে, তাহাদের দুই শত সৈন্য মাত্র নষ্ট হইয়াছে।” ১০ই জুলাই। “সার্বিয়ার প্রান্তে ক্রমাগত যুদ্ধ হইতেছে। যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা রূপ বিবরণ শুনা যাইতেছে কিন্তু এটী নিশ্চিত যে, সার্বি[illegible] অগ্রসর হইতে পারিতেছে না এবং তাহাদের পক্ষে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। তুর্কিরা প্রকাশ করিতেছে যে, জেনারেল মহামেট নয় দল সৈন্য সমভিব্যাহারে নবিবাজার নামক স্থান হইতে গত কল্য যাত্রা করেন। ইহাদের সঙ্গে সার্বিয়ার সৈন্য দলের যুদ্ধ হয়। সার্বিয়ারা পলায়ন করিয়াছে। যুদ্ধে তাহাদের ১৫ শত লোক নষ্ট হইয়াছে।”

যুদ্ধের যে রূপ লক্ষণ তাহাতে যদি অন্য কোন রাজা সার্বিয়াকে সাহায্য না করেন তাহা হইলে তুর্কি জয় লাভ করিবে। কেহ২ অনুমান করেন রুশেরা সার্বিয়দিগকে যুদ্ধের নিমিত্ত গোপনে উৎসাহ প্রদান করেন এবং তাহারা এই উৎসাহের নিমিত্ত এই অসম যুদ্ধে প্রবেশ করে। সার্বিয়রা যে যুদ্ধে পরাজয় হইবে তাহা রুশেরা জানেন। তাহাদের ইচ্ছা যে সার্বিয়রা তুর্কির নিকট পরাজিত হয়। তুর্কিরা মুসলমান। সার্বিয়রা খৃষ্টান। মুসলমানেরা খৃষ্টানদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া যদি খৃষ্টানদিগের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করে তাহা হইলে মুসলমানদিগের উপ[illegible] ইউরোপের সমুদয় খৃষ্টানদিগের সম্ভবতঃ ঘৃণা ও ক্রোধের উদয় হইবে। রুশিয়া এই সুযোগে প্রকাশ্যরূপে সার্বিয়ার সাহায্য করিবেন। রুশিয়ার বিশ্বাস যে যদি সার্বিয়েরা যুদ্ধে পরাজয় হয় এবং মুসলমানেরা তাহাদের উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে ইংলণ্ড ভিন্ন আর সকলই প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে তুর্কির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। ইংলণ্ডের নিজের স্বার্থের নিমিত্ত তুর্কিকে রক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং প্রকারান্তরে সমুদয় ইউরোপ এক দিকে থাকিবেন এবং ইংলণ্ড ও তুর্কি অপর দিকে থাকিবেন। কিন্তু এ অনুমান যে ভ্রমশূন্য তাহা আমাদের বোধ হয় না। ধর্ম্মের নিমিত্ত বিপদে যাওয়ার সময় অতিবাহিত হইয়াছে। ইংলণ্ড যদি এখন মুসলমান দ্বারা সহস্র সহস্র খৃষ্টানের মস্তকচ্ছেদন করিয়া স্বীয় পদ রক্ষা করিতে পারেন তাহা করিতে এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিবেন না। সুতরাং রুশিয়ারা এরূপ নির্ব্বোধ নহে যে তাহারা স্থির করিয়াছেন যে তুর্কি জয়ী হইয়া সার্বিয়র খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার করিলে ইউরোপের খৃষ্টানেরা আপন ভাল মন্দ বিস্মৃত হইয়া তুর্কির বিপক্ষতাচরণ করিবে। তবে রুশিয় একটী অনুমান করিতে পারেন। যুদ্ধ দ্বারা পদগৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত রুশেরা এক রূপ অস্থির হইয়াছে। প্রশিয়রা যদিও যুদ্ধে রুশ অপেক্ষা ন্যূন নহে কিন্তু গত ফ্রাঙ্ক প্রশিয় যুদ্ধে তাহাদের শরীর হইতে প্রবল বেগে রক্ত স্রোত নিঃসৃত হওয়ায় তাহাদের র[illegible]ণের নিমিত্ত উন্মত্ততার অনেক হ্রাস হইয়াছে। আর কেহ প্রবল হইয়া তাহাদিগকে অপদস্থ না করে তাহাদের এখন সেই ইচ্ছা। নূতন জয় লাভে তাহাদের আর ইচ্ছা নাই। জয় লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে [illegible]স্তর ক্ষতি আছে প্রশিয়রা ইহা বিশেষরূপে শিক্ষা পাইয়াছেন। ফ্রান্স এখন জীবিত অবস্থায় মৃত্যুবৎ পতিত রহিয়াছেন। ইংলণ্ড আপন ধন সম্পত্তি লইয়া এক রূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। যুদ্ধে প্রবেশ করিয়া রুশিয় যদি পরাস্ত হয় তাহা হইলে মনস্তাপ ভিন্ন তাহাদের আর কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ইংলণ্ড যদি কোন স্থানে একটী যুদ্ধে পরাজিত হন তাহা হইলে কোথায় যে তাহার বিপদের ও ক্ষতির সীমা হইবে তাহা এখন তাহারা অনুমানও করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত ইউরোপে রুশিয় ভিন্ন আর কোন [illegible] জাতির যুদ্ধে ব্যাপৃত হইবার বোধ হয় আন্তরিক

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, JULY 13, 1876.

Sir Richard Temple, we understand, positively reaches Calcutta on the 16th instant.

———ooo———

The *Englishman* is pleased to remark:—"We noticed lately a statement of the *Amrita Bazar Patrika* that Mr. Damant, Assistant Commissioner of Kachar, had pulled the ears of a Native pleader, who had brought an action for damages against him in consequence. From information we have received, the real circumstances of the case appear to be very different. Mr. Damant was, we understand, engaged in his office in putting up certain fisheries for sale, when a knot of Natives, in another part of the room, became so noisy as to cause serious interruption to the proceedings. Mr. Damant thereupon called on them several times to be silent; and, this having no effect, he at last ordered one of the Court chaprasis to turn them out of the office. One of the men it appears, refused to move, whereupon the the chaprasis in question took him by the ears, and forcibly expelled him. The man thus expelled, turned out to be a pleader of another district, who had come to bid at the sale.

In a previous issue we stated that the peon acted under the orders of Mr. Damant. The real point at issue is whether the peon acted of his own accord or under the orders of his master. The *Englishman* avoids that point.

———ooo———

PERSONAL SAFETY IN THE MUFFSIL:—Rajshye is a model district. Rajshye with its public-spirited Zemindars, its political Association, its intelligent pleaders, its High School, its wealth and silk manufactures is one of the most advanced districts in Bengal. But whether Rajshye or Chittagong, Maldah or Mymensing, the same cause is at work everywhere. The Criminal Procedure Code has demoralized the whole class of Magistrates. It has given them an enormous power—an enormous power which always serves to destroy the equilibrium of a man's mind. What avails education, the Anglo-Saxon love of truth and the so-called superior morality when there is a constant cause at work to seduce our Magistrates from their path of duty, to warp their judgment, and harden their heart? Is it possible for a man of ordinary sense to act as Mr. D'oyly, the Magistrate of Rajshye, or his Joint, Mr. Clay, did in the case of Rajchander Dass, a student of the Rajshye High School? But both Messrs. D'oyly and Clay are not stupid men, yet see how under the infatuation of power they lost their good sense, and acted like whimsical despots.

On the 3rd. of July last, the High Court made the following remarks upon a reference from the officiating Sessions Judge of Rajshye in the case of Gopal Mehter on the part of Mr. D'oyly *versus* Raj Chunder Dass.

"The case for the prosecution, according to the witnesses called in support of it (to whose story the Joint Magistrate gives credence in preference to that of the witnesses called for the defence) is simply this:—Five dogs, belonging to Mr. D'Oyly, the Magistrate and Collector of Rajshahye, were out for exercise in charge of his servant, a mehter. Seeing a goat on the road they rushed at it and commenced worrying it. The mehter tried to get the dogs off the goat, but unsuccessfully, when the accused, who was accidentally present, seized a stick from a hedge at hand, and with it struck the smallest dog of the lot, which had hold of the goat by the throat, a blow which killed it. For this the accused, who the Joint-Magistrate says 'is a young man of about 17, not long arrived here, with a view of entering the High School and therefore a person of some education,' has been sentenced to rigorous imprisonment for three weeks under Section 426 of the Indian Penal Code.

* * * *

"The prosecution is one which ought never to have been instituted and if instituted the complaint ought to have been dismissed by the Joint-Magistrate at once.

"The Sessions Judge seems to us to have showed but little appreciation of the true nature of this case, as is shown by the objectless discussions upon which he enters. It is most unfortunate when he found he was unable to release the prisoner on bail, he should not have called the High Court's attention to the matter, in order that this court might exercise its powers of releasing him (under Section 297). The Judge having neglected to indicate that the case was one of special inquiry, it has only now come before us in ordinary rotation, when probably it is too late to save the accused from the imprisonment to which he has in our opinion been very improperly sentenced."

The above we take from the *Statesman*. It needs no comments from us. But one fact strikes us. It is clear that the only object of the lad was to save the goat which had been savagely attacked and was on the point of being killed by Mr. D'oly's dogs while some women to whom the goat belonged were screaming close by. What the accused did was neither more or less than what every right-minded man, under similar circumstances, would have done. But he is imprisoned rigorously for three weeks, while in Chittagong the tea-planter is fined only 100 Rs. for shooting down more than half a dozen of unoffending and unresisting ryots! Thus the administration of justice throughout the land is in a state of confusion and uncertainty which is positively disgraceful. Our criminal Courts have been the dread and terror of the people, are used as instruments of revenge and persecution, convictions in them are regarded as evidence quite as much of misfortune as of guilt, and the public have lost all confidence in them. How long, we ask, would this state of things continue? Not a week passes almost that we do not hear of some cases in this district, or that, which disclose fearful high-handedness on the part of our Magistrates. We thought that the reign of terror has passed away with Sir George Campbell, but we are much pained to see that the Government of Sir Richard Temple is also following in the wake of its predecessor. Unless serious notices are taken of the conduct of such Magistrates, the criminal administration of the country will be regarded as a farce, a sham and a delusion. It is useless to deny that the Magistrate was led by a feeling of vindictiveness to take the unworthy step that he took. We leave it also to our readers to say whether or not, Mr. Clay, his Joint, was influenced to take up such a ridiculous case and pass such a severe sentence from a consideration that the plaintiff to the suit was a European and his superior. To be more explicit: would Mr. Clay take up such a case at all if it had been instituted by Alibuksh, or Kadoo Sheik, or taking up the case would he pass any sentence of imprisonment? People who shew such pettiness are unworthy to hold responsible posts at all, much less to take charge of the lives and properties of millions. But it is India and who cares?

———ooo———

MUNICIPAL ELECTIONS IN CALCUTTA:—Calcutta just now presents a strange spectacle. On the first of July when the New Municipal Act came into force, it was quiet all over the Town. There was no stir, no motion far less any sort of excitement which, it was confidently thought, would be followed by the great boon of an elective franchise. In other civilized communities such a political privilege would be followed by dinners, balls and bonfires, but the promoters of the system saw with dismay that the people of Calcutta took the affair rather coolly. Sir Stuart Hogg who though opposed to the system at heart found himself placed in an awkward position. If his repugnance to the system had not been known he might have done his duty and left the result to the course of events. But he was absolutely trusted by the Bengal Government and he was entrusted with the successful carrying out of the great reform. If the system failed, he was afraid, the failure might be attributed to his half-heartedness in the work. Sir Richard Temple anxiously watched the course of events from Darjeeling. The newspapers all carried him the doleful tidings of the utter apathy of the citizens and he found himself in a position which is not at all to be envied.

He had all along entertained the laudable ambition of signalizing his reign by the concession of a political boon to the country. He expressed himself to that effect, when the new Act was in the course of consolidation. But his ministers violently opposed him and finding no support from the people themselves, he was obliged to give way. All this was however not known to the people. The Indian League in the meantime startled Calcutta by a monster demonstration. That body wanted the same privilege, which Sir Richard had two months before of his own accord intended to give. The resolve was immediately taken and in spite of most violent oposition from two sections of the community—an opposition which would have dismayed a less stout heart, he stuck to his purpose and the Act was passed. Now if such an Act had failed in its operation the Bengal Government would have been covered with shame. Here was a Governor who was going out of his way forcing privileges upon an unwilling people. Here was a Governor who was carried more by enthusiasm than discretion. Here was a Governor who was going to humbug the people in the garb of a friend and Sir Richard Temple would be convicted of all these charges if the scheme had failed. He passed therefore anxious and restless nights and is hastening to Calcutta to see the working of the Act.

The promoters of the scheme felt the awful responsibility that was hanging over them. But they never lost heart. They had acted in conjunction with the citizens and knew what they were about. They knew the feelings, aspirations and wants of their fellow citizens and had acted as they thought, under precise information. From the first of July they undertook to see that the scheme was fairly carried out. Their difficulty was great as the workers themselves know to their cost. They asked competent men to stand, but there were respectable men who hesitated to come forward. The majority was afraid of a defeat, indeed the fear of discomfiture was very potent in the minds of those who had a chance of being elected or an inclination to stand. Others wanted to follow the course of events and come last, and though it was explained to them that if every one wanted to come last, the result would be, that no one would come at all, they did not understand the reasoning at all. Others there were who thought themselves very respectable people, and were not willing to sit with clerks and petty traders, a class of people, which the Newspapers had predicted, would come to the surface by the working of the Act.

But the most difficult to deal with was a small though wise section of the community who refused to do anything with the Act. They solemnly declared that they could not conscientiously help in the carrying out of the measure. When pressed to give their reasons they would at once call the Act a "delusion", a "snare", a "farce", a "sham," indeed apply all those epithets which are so common in the columns of indignant editors, and which it appeared they had learned by heart. They had, it appeared, deeply imbibed the counsels given by the *Englishman*, and other Newspapers and were sure they were in the right. Deep was their mortification however, when they found that their nestors had deserted them and were themselves touting for votes from door to door. Great was their consternation when they themselves found in the same position, either canvassing votes for themselves and for their friends.

But the ice is broken and Calcutta is hot just now. There is no longer any want of candidates, now the difficulty is rather abundance of candidates. A week ago it taxed a great deal of energy to induce a competent man to stand, but now the great object of the promoters is to induce people to forbear. It was at first difficult to induce people to come forward, it has now become difficult to induce them to retire. Sir Stuart Hogg jumped with delight when the Indian League, wanted 5 thousand forms of application, for then he was desponding; but now he finds that he can scarcely supply the citizens with the necessary forms. Indeed Calcutta is in ferment and the electors and would be commissioners are under a state of feverish excitement. Just now in Calcutta a person who has half a dozen of votes in his possession is a Nabab and thinks himself one of the most important personages in the realm. You cannot approach him without feeling that your brother citizen is bursting with importance. Talk to him of votes and he will assume a most solemn aspect and give you a sermon on the duties of voters. "My dear Sir," he will tell you, "I deeply feel my responsibility, you cannot conceive what I feel, you must come at another time, and give me yet sometime to think over the matter," The would-be Commissioner or his friend must humour his master for the time being.

The candidates themselves, except in rare instances, are not going from door to door. The work is being done by their friends, though it is quite certain the candidates will find it a more serious affair at the next election. But the most zealous workers are not so much the friends of the candidate as the enemies of their opponents. Malice is more potent than friendship as a source of human action. The voter who has once voted for a certain individual thinks it his duty to have his nominee elected. So some are working for their own benefit, some for the benefit of their friends, some for money, some from principle and patriotism, and others from party spirit and pure malice. All these have combined to give life to the city and a pleasant occupation to the citizens.

But this is not all. Bands have been formed to attack and defend; outrages and bloody scenes are gradually becoming imminent, threats, scandals, slanders, hot words there are plenty and even lampoons and squibs have been composed against opponent candidates and their friends. Some of the candidates, those who are already Justices of the Peace, are availing themselves of the services of municipal servants and cases to that effect are sure to be brought to the notice of the authorities in due course of time. Whispers regarding bribery are carried about the Town though we are not positive as to its truth. But the greatest of the candidates is he who is availing himself of the most civilized method of canvassing for votes. Now we challenge our most imaginative reader to find out what we mean. The fact is, the same great genius has employed the ladies of his household to tout for votes. This is very simply done. He sends his wife to the wife of a reluctant voter and the matter is at once settled

The part played by the British Indian Association is the best comedy of the season. It was at first resolved by that body to give a sullen front to the promoters of the system and keep themselves aloof from it. In the fond belief that the sun would not rise, and the wind would not blow if they kept themselves aloof, they patiently abided their time to enjoy the splendid triumph which awaited them. But to their disappointment the sun rose and the wind blew and they resolved to change their tactics. Since the system did not await their pleasure, since it did not fall at their feet for its success, since the system threatened to leave them behind, they found themselves in the most awkward position possible. It was then resolved to take some active steps to arrest the course of the rebellious system. A counter movement was suggested but it was immediately found out that it was not quite feasible, for the Town was then already up. But if it was not feasible to raise a counter movement it was

quite within their reach to call a meeting of their committee and a meeting of the committee did they call. The more intelligent members felt that the system regardless of their frown had already gone a-head of them. The heart felt it but the tongue refused to admit it. It was resolved to do nothing whatever with a "sham" and a farce especially as it would not be *consistent &c.* &c. But though the tongue declared the Resolution, the heart refused consolation. One of the boldest of the band however broke the ice and declared that he had no hopes of being appointed by Government, others present have, the control of the Town was slipping away from their hands, for his own part he was resolved to stand. This declaration at once broke the nightmare. Another then declared "why should I not then stand," and the cry was taken up by the rest. Thus the charm was broken, the band was dissolved, a hasty retreat was determined upon, consistency &c &c were forsaken and left behind. Indeed the band is so much disorganized that in the hurry of the retreat, all was forgotten and each only took care of himself. We thank the British Government for giving the people for the first time an opportunity of feeling that they have a political right, however unimportant that right may be.

—ooo—

Civilization with a Vengeance :—It is said that Bengal is the most advanced province in India. We doubt not it is so, but let us see what is the real state of the country. The Bengalees properly so-called are becoming gradually poorer ; the estates of Bengal zemindars are encumbered, our middle class men litarally starving, while the increased value of common necessaries of life tells severely on the impoverished pockets of the ryots. The society is divided into thousand and one sections, each trying to put down the other and while peace and tranquility reign in the land, there is internal strife and heart-burning in our domiciles. What was the condition of Behar in days gone by ? Ancient Behar not only gave the profound Nyaya philosophy to the world but was one of the richest and most glorious provinces in the Empire in every other respect. But Behar has fallen from that proud position. Its glory has departed, and it is perhaps never destined to see those palmy days "when the cavalcades, the pomp, and panoply of semi-barbarism according to the refined ideas of the Western people but of exalted civilization according to those of the inhabitants" shed their resplendent lights and dazzled the eyes of the spectators and travellers. Behar, under the civilized British rule has been converted into an indigo and poppy growing province, where a chronic scarcity of food prevails throughout the year.

But it is in Oude that the effects of the progress of the so-called English civilization are visible more than any where else. It is here that we find those instances of poverty and wretchedness which can be alone laid at the door of the British rule. Situated at the root and in the heart of the Indian peninsula, interposed between the Ganges and the Himalayas, its fertility is so remarkable that it is commonly spoken as "the garden of India." Before the English knew of its existence, Oude was a country of ancient traditions, and the scene of India's earliest romance. In the first great Sanscrit epic "the Ramayana," it is the residence of a splendid king and a heroic people, and its capital Ayodhya is filled with gorgeous accessories. "The streets and alleys of the city", we quote Carey's translation, "were admirably disposed, and the principal streets well watered. It was beautified with gardens, fortified with gates, crowded with charioteers and messsengers furnished with arms, adorned with banners, filled with dancing girls and dancing men, crowded with elephants, horses and chariots, merchants and ambassadors from various countries. It resembled a mine of jewels, or the residence of *sri*. The walls were variegated with divers sorts of gems like the divisions of a chess-board, the houses formed one continued row of equal height, resounding with the music of the tabor, the twang of the bow, and the sacred sound of the *vedas*. It was perfumed with incense, chaplets of flowers, and articles of sacrifice, by their odour cheering the heart. In this city of well-fed happy people, no one practised a calling not his own, none were without relations, the men loved their wives and the women were faithful and obedient to their husbands." Such is said to have been the condition of the country when it was governed by Dasharatha, the chief of the race of Ikshwaku. When it passed into the hands of the Mahomedans its ancient glory was to a great extent maintained. Its people were happy and contented, and its national revenues were in fitting proportion to its productiveness. The prosperous state of the country however did not escape the lynx-eyed East India Company, who, with that discernment which had ever distinguished them, turned its capacities of every description to their profit from an early date. Not only did they draw their best troops from its peasantry, but they took a large portion of its revenues for professing to defend its princes with this very soldiery. Oude had been simultaneously their recruiting ground and military chest, their fiscal tributary and bank of advance. By subsides, loans, exchanges, and other devices, it is computed that they had drawn from it, since their connection with it, a sum of *not less than fifty millions sterling*, up to the day when they ruthlessly wrung the neck of the royal goose, this was the rate at which it laid them golden eggs.

It is well known with what pretence the ultimate ruin of Oude was effected. The kings of this unfortunate land were all along the staunch friends of the English. Their good faith was never successfully impeached, and at this day their good services are admitted by their worst enemies. But before greed and mammon friendship and good faith were small considerations. Oude was a rich country and its wealth must come to the coffer of the Company. Accordingly representations were spread that Oude was misgoverned, that its people were oppressed, that its revenues and institutions were falling into decay, that its land-holders were in rebellion, its cultivators impoverished and its industrious ryots sold off into slavery. When such slanderous reports against the king were being spread from the palace precints to the coverts of the jungle they could not to the evident surprise and discomfort of their propagators be reconciled to one simple and obstinate fact—*the people of Oude prefered their own country to the contiguous territories of the East India Company.* Notwithstanding the alleged inducements to emigrate, notwithstanding the obvious facilities to emigrate which existed on three sides of them, this perverse population would not come forth in any appreciable numbers to give a colour to the reports so sedulously circulated by the Indian officials. They preferred the slandered *regime* of their native princes to the grasping but rose-coloured government of the Company. Captain Lockitt was asked by an impartial Englishman whether the people who were reported to be thus oppressed really desired to be placed under English Government. To this the Captain said that "he had heard the same thing ; but on his way to Lucknow, and conversing, as his thorough knowledge of Hindoostanee enabled him to do, familiarly with the sowars who accompanied him, he fairly put the question to them, when the Jemadar joining his hands said with great fervency, Miserable as we are, of all miseries keep us from that !"

But notwithstanding a strong evidence to the contrary, notwithstanding the distinct voice of the people against coming under the British rule, Oude was represented to be in a state of anarchy, and to save its people from the misrule of a Government at once imbecile and corrupt that the most unholy annexation of the kingdom of the Wajid Ali Shah, the faithful ally of the English was justified. When Lord Dalhousie caused it to be annexed to the British dominion after committing atrocious deeds, which can alone find a parrallel in the acts of Warren Hustings, he justified his unjustifiable act by promising to render Oude what it was under the reign of Dasharatha or his son Rama. We shall here quote from a recent issue of the *Pioneer*, what Oude was expected to be under the British rule. The *Pioneer* is an official organ, and as such it cannot be unfriendly towards the Government :—

"The British Government deposed for ever the effete and *faineant* Mahomedan aristocracy ; and proceeded to establish law and order where anarchy, crime, and intolerable oppression had long reigned unchecked and unpunished. The nursery of the Rajput and Brahman sepoys who had shoulder to shoulder aided Englishmen to win many a hard-fought field in every quarter of India and against every kind of foe, the rich alluvial plain, dowered with a fertile soil, sparkling with rivers and lakes, studded with noble groves, was no longer to be wasted by plundering brigand bands, and mobs of undisciplined soldiery. The new rule promised to introduce peace and smiling plenty into a land which had for years known no rest from rapine and violence. The Oudh landowner should henceforth live secure on the rental of his patrimonial acres ; the Oudh peasant should reap unmolested the produce of his fields ; and the Oudh artisan should enjoy in peace the reward of his skill. Rivers were to be bridged and roads were to intersect the country, and carry, the grain in security to its markets ; cultivation was to be extended ; schools were to be built far and wide ; European judges were to deal out equal justice to rich and poor ; and the revenues of the kingdom were to be devoted to its improvement, and to the promotion of the happiness of its people."

But what is the actual condition of the country. Let our contemporary speak for us :—

"With a bull-dog tenacity and conservatism an alien system of assessment and collection of the land tax has been forced on the people ; novel ideas of tenures have been applied as if they were traditions ; and foreign Stamp Laws, Registration Acts, Civil Courts, and Civil Procedure Code with their hard-and-fast rules unintelligible to the mass of the native population, have been introduced by the carts load. A crushing taxation has been imposed on the landed classes, whose ancestral estates are being sold and mortgaged to strangers ; pleaders and money-lenders fatten on the scanty savings of an embarrassed yeomanry and tenantry ; and the wealth of Oudh is drained away to recoup the imperial treasury for the deficient revenues of other provinces.

The change has been gradual, but it has been none the less bitter. After the re-occupation of the province in 1858 until a revised and systematic assessment of the land tax for thirty years could be effected, and until the law courts should open to prepare a complete record of rights in land, a summary settlement was made with the actual occupants of the various estates. The tax then fixed was light in its incidence : and until the courts had judicially inquired into, and determined the titles to landed property, every *bona fide* claimant was protected in his holding against both rackrenting and eviction. This was the golden time in Oudh, but before long district after district felt the weight of the settlement officers hard ; a heavily enhanced tax was demanded from the land-owners ; occupants who could show no good title were abandened to the mercies of the landlords ; the work of assessment out-stripped the completion of the record of rights ; a financial crisis spurred on the efforts of the then Oudh administration to secure as quickly as possible a larger revenue from the land ; and a series of disastrous harvests with every species of agricultural calamity crippled the revenue payers at the very time when the heavy costs of necessary litigation and the large increase in taxation had already rendered the burden almost intolerable. In 1873, the revenue administration of the province came to a deadlock. With unabated complacency the Government contemplated its roads and railways as the incontestible proofs of the blessings of English rule ; it omitted to regard the plainest warnings derivable from the mistakes made in early dealings with the landed classes across the Ganges. It exacted a rigorous land-tax from a newly-acquired province, peopled by a warlike race unaccustomed to the punctual and regular payment of revenue ; and it is now rudely aroused to consider the meaning of heavy arrears of revenue, of increased crime, of a vast augmentation of litigation, of an overworked staff of officials, of the almost universal indebtedness of the land-owners, and of the poverty and depression of the cultivators. In pressing its heel on the Rajput and Brahman clansmen, and those sturdy proprietary agriculturists, who should have been the mainstay of the new rule, the administration has, in the language of Sir W. Muir, ground them down to the condition of "a depressed and emasculated tenantry---powerless for good, but strong for evil."

So Oude, which was once the "happy Garden of India" and its capital the "Mine of wealth" has come to this pass under the benignant rule of England. Only two decades have elapsed since the annexation, and see the miserable plight to which the people have been reduced. Where is the fair promise which was so generously held to the people by the British nation when they wrested the country from Wajid Ali Shah ? If the condition of the country was bad then, it is worse now. A new code of laws has been no doubt introduced, but it has promoted the misery rather than the welfare of the people. Courts of justice fashioned to the tastes and ideas of the Western nations have been no doubt spread broad cast over the land, but instead of proving a panacea they have proved a fruitful source of dread and terror to the people. Education has been freely given to the people, new thoughts and sentiments have been imported and transplanted into the country, the old brigandry has been replaced by a peaceful police, in short, all that the arts and theories of civilization could do have been done, and the result has been—the utter wretchedness of the entire population.

SCRAPS AND COMMENTS.

A correspondent writes us for Gya :—

"We are really sorry that our Judge has become the cause of chronic dissatisfaction. What has already appeared in your esteemed and other Journals was sufficient to demand a very strict inquiry by the higher authorities. But what was done ? and how the matter actually dealt with ? Mr. Justice Jackson while inspecting the Judge's office no doubt demanded a comparative statement of the daily work done by the Judge which must have evinced what our Judge has been doing here for about a year and a half. But as to the more serious matters we don't think his lordship made any inquiry at all, or if he had done, where is the result of his lordship's investigation ? We are not sure whether his lordship reported the matter to the Local Government, most probably not, otherwise the Local Government would not have allowed it to pass without due notice being taken of it.

The public here I am sorry to say, remain as dissatisfied as ever. Rumor has been abroad since the advent of our Judge here that he was a close friend of Mr. Justice Jackson and that it was owing to his lordship that he got the appointment, otherwise he would have remained as Inspector General of Registration or become Inspector General of Police for which posts only he is fit ; at least our Magistrate Mr. Halliday's just claim and undoubted fitness would never have been overlooked. This rumor was the more confirmed by the manner in which his lordship attempted to instruct our Judge, while watching proceedings in his Court, though his lordship might have done it *bonafide*.

The details of the popular grievances would, I think occupy more space than your valuable journal can afford in one issue or two ; they are therefore reserved at present. The short and pith of them can very easily be known by a reference to what we hear almost every day from almost every mouth. We cannot fail to hear constantly whenever there is any talk regarding our Judge. "The whole is being minded (gard ho gia)—"Would there be no change" "Is our District so unfortunate" "Is there no remedy" and like expressions. The hearer cannot but silently shake their heads. You can very well imagine to what a pitch the popular grievance has already come. Does not this state of things demand most urgently an inquiry into the matter ?

The District of Gya has the lightest work of all ; in fact, the work would not come up even to one fifth of the average District work. Notwithstanding this lightness of work here which must be presumed to have been very well to the Honorable Judge in charge of the English Department of the High Court, his lordship did not hesitate for a moment to recommend to the Lieutenant Governor for an additional Judge to help him. Mr. Simson came here at once as an additional to help him or rather to work for him as recommended by the Honorable Judge of the High Court. But we are still totally in the dark as to the principle on whom such an additional officer was recommended for. Was it because the Judge owing to his dilatoriness or rather do-nothingness could not cope with the work whose work was the lightest of all, that an additional Judge, along with his establishment, drawing from the poor exchequer another two thousand was recommended ? Or was it because, a civilian must be maintained and to maintain him another heavy sum would be wasted to the detriment of the public and especially to that of the poor dumb millions ? Or because the Judge reported a purely imaginary increase of work and prayed for an additional out of a pure consideration of his own interest that the prayer was granted without the least inquiry ?

Mr. Simson has been working here for about four months almost doing all the work of the judge, and in the course of his story here could not help remarking now and then "Where is the work for an additional." Indeed, he was so fully convinced of the lightness of work and of the dilatoriness of the Judge that he at last thought it fit to report

to the High Court (as we hear) that there was no work for an Additional. Does not this opinion of a far better experienced European Judge bear out the public in their expression of chronic, unredressed grievances ?

"The public opinion as to the judicial ability of Mr. Bignold, we are extremely sorry to say the most unfavorable. Winning confidence of the public is the first requisite in a judge, where a judge fails who has to hear and decide appeals from decisions of all the Civil Courts of a District presided over by officers generally abler and more experienced than himself, faiis to win such confidence, he should resign his responsible post. We are indeed sorry to say that the public have not the least confidence in him as a Judge. Not only would a party be reluctant to have his case tried by the Judge, but would exert his utmost to get it transferred to Mr. Simson's file. We have oftentimes heard parties asking their pleaders whether there was any means to have their cases transferred from Mr. Bignold's file to that of the additional Judge. The pleaders would perhaps be glad if the cases are so transferred. You will scarcely find any criminal appeal or reference being filed in the Judge's Court now, though you will find many in the Magistrates Court. As the presemt correspondence has already become too long I reserve the details of the grounds of public opinion here regarding Mr. Bignold.

I cannot conclude this letter without speaking a few words regarding our Magistrate Mr. Halliday. He has won golden opinion of the public here; and they have the greatest amount of confidence possible in him. He has, in short, become as popular here as our late Justice Phear. But as I wish to speak it some length regarding him in my next, I stop here."

The following particulars of the suicide of Abdul Aziz have been forwarded by the *Times'* correspondent in Constantinople to that journal :—

"Early on Sunday morning he parted with his women at the harem, and shut himself up all alone in his apartment, locking and bolting the two doors which separate the harem from the selamlick, the women from the men's apartment. All was silence till about ten a. m., when the women, who could see their lord from their windows at his toilet, saw him fall on a sofa, and raising an alarm, succeeded, with the aid of the persons summoned by their cries, in breaking open the doors, when the Sultan was found lying half across the sofa, with his feet on the floor, in a great pool of blood, and with the traces of recent death. He had, it seems, secreted a small but sharp-pointed pair of embroidery scissors with which he was wont to trim his beard or which he had borrowed from the Valide, his mother, for that avowed purpose; he had with them very diligently cut off his beard close to the skin, leaving only the thick moustache on the upper lip, probably to disarm any suspicion of those who were watching the operation from the harem windows, or possibly to express by that outward sign the sense of his degradation and deposition, and had then deliberately gone to work, endeavouring to cut the veins of both his arms at the elbow, jobbing the scissors with great determination at both arms, till he succeeded in severing the ulnar artery of the left arm, inflicting a wound or cut which must needs put an end to his life in ten or fifteen minutes. He then allowed himself to bleed to death like an old Roman hero, till he sank exhausted in the posture in which he was found. His face and body were utterly bloodless, his skin white and scrupulously clean, and no bruise or swelling, no trace of a struggle or violence, could anywhere be discovered. At the express request of the Government, a professional examination of the body was made one hour later in a guard-room on the ground floor, where it had been removed, attended by native and foreign doctors, about twenty in number, among whom were Dr. Dickson, the physician attached to Her Majesty's Embassy, and other European surgeons and general practitioners, either belonging to the European embassies or legations, or residents in Pera or Galata; and these gentlemen delivered a certificate, now in print, signed by all of them, and to the effect that the ex-Sultan had died of wounds or cuts which he alone and no other person could possibly have inflicted. The verdict was '*Felo de se*,' which did not prevent the burial of the body with solemn pomp at Mahmoud II.'s monument at Stamboul later in the afternoon."

The *Home News* says :—

"The position and the intentions of England are the subject of comment, speculation, and interest in every capital in Europe. The French and Austrian press generally applaud the policy of the Disraeli-Derby Cabinet. The *Nord*, which is regarded as the official exponent of opinion at St. Petersburg, has been publishing a series of articles, condemning the part played by England in ill-tempered and violent language. The gist of these criticisms is that Prince Gortchakoff ought to ask England what her foreign policy is, and demand a categorical reply. Everything has been arranged, the *Nord* remarks, in a tone which is clearly significant of mortified vanity and ambition between the three Empires, alike in the interests of Turkey, the insurgent provinces, and of European peace, when England interferes, makes a fussy display, and disturbs the wise and philanthropic plan. The consequence is that a peaceful solution of the Eastern Question is now impossible, and the arbitrament of "brute force" must be awaited."

The *Englishman* hears that the late illness of the Prince of Wales was much more serious than people imagined, a clot of blood, formed in one of his veins, producing such an inordinate swelling of the leg that the doctors in attendance became alarmed. It is even said that the question of amputation was seriously discussed on more than one occasion.

The Chinese laborer is becoming ubiquitious. He is to be met with in Australia, America, Java, Borneo, Sumatra, the Straits, West Indies, South America and Burma. In America it is believed there are at least 100,000 Celestials, about 50,000 being located in and about San Francisco. Australia has also about the same number. Singapore and the Straits settlement, we presume, cannot be far short of this number, while British Burma has nearly 13,000. The *Rangoon Gazette* gives the following account of Chinese enterprise in British Burma :—

"Of all the Oriental races in Burma there are none so enterprising as the Chinese. Fusing well with the Burmese, with whom they are one in religion, they penetrate into all the villages of the interior and lay a net work of trade which enables them to secure and keep most of the produce, as well as the inland import business of the country in their hands. They neglect no means, however small, which may contribute towards this end, and many of them in the districts are known to keep a stock of cheap sweet-meats and toys with which they reward the little village children who bring them all the buffalo or cow horns which they may find in the fields or jungles, thus encouraging them to be always in the look out. Their enterprise is further evinced by their investments in steam saw and rice mills and steamers by means of all which they are now able to be quite independent of European agency except of course in the control of their mills and steamers.

Says the *Indian Public Opinion* :—

"In our last we congratulated ourselves on the fact that wifebeating had, among our other signs of progress and civilisation, been transplanted from London to Lahore. And we have now to chronicle a case af elopement, which has occurred in the same section of the English community. But we are not aware that pursuit has been made after the fair inamorata, or that the gay Lothario has been considered worthy of the vengeance of the law."

A new company under the name of the Coorla Spinning and Weaving Company has been opened at Bombay. A description of their mill is given below :—

The mill comprises three distinct buildings, containing respectively the spinning, weaving and engineer's departments. The spinning-house is a two-storied building, 300 feet long by 120 feet broad. The loom shed, in which the weaving is to be carried on, is 250 feet long by 125 feet broad. The enginehouse, boiler and mechanics, shop are detached from the other buildings. The stone used in the erection of the mills is the well known Coorla stone, which plays such an important part in almost all our public buildings. Close besides the mill a large tank has been excavated from the rock to a depth of 30 feet, and measuring 250 feet long by 125 broad at one end, diminishing to about one half that breadth at the opposite end. The spindle house has been built to accommodate 50,000 spindles, but only one half that number will be worked at present, 25,000 being the number at present fitted. The loom shed contains space for 500 looms, of which 340 are placed ready for work."

The mill is intended to turn out different kinds of cloth of "medium" quality, but provision has been made for the production of a superior class hereafter.

The pay of inspectors, surgeants, and constables in the London Police force for the year ending March 31 last was £756,222 15s. 6d.

The London *Times* says in an article on the Centennial :—"Of the things which Englishmen have done, the creation of the American republic is one of the noblest and greatest." That's good—says *New York Mercury*.

The authorities at University College, Gower-Street, consented this year to admit ladies to the class in Roman law, who availed themselves of the privilege. One of them took the first place at the examination on Monday, and thus adds another prize to those she has already won in political economy and jurisprudence. The other is third on the list.

The *Standard* says that preparations have been made for despatching to Malta medical stores for 5,000 men, in addition to the strength of the squadron at present in the Mediterranean. The *Times* says :—"All naval pensioners under fifty-five years of age have been ordered to hold themselves in readiness for active service, and permission has been given all pensioners under forty-five to join the Naval Reserve. Hitherto none but those who had qualified were permitted to join."

According to some figures cited by M. Joly before the Central Horticultural Society of France, and taken from the records of the Custom House, the total quantity of fruits exported to England, Belgium, and Germany amounted in 1874 to nearly 80,000 tons. In 1874 the quantity exported was more than double that in 1873. Of dried vegetables over 23,000 tons were exported in 1874, chestnuts, 6,000 tons, and of potatoes the enormous quantity of nearly 175,000 tons. The amount of money the English now pay to the French for garden produce is enormous.

Bread contains 80 nutritious parts in 100; meal, 34 in 100; French beans, 92 in 100; common beans, 89 in 100; peas, 93 in 100; lentils, 94 in 100; cabbages and turnips, the most aqueous of all the vegetables compared produce only 8lb. of solid matter in 100 lb.; carrots and spinach produce 14 lb. in the same quantity; whilst 100 lb. of potatoes contain 25 lb. of dry substance. From a general estimate it results that 1 lb. of good bread is equal to 2½lb. or 3lb. potatoes; that 75 lb. of bread and 30lb. of meat may be substituted for 300lb. of potatoes. The other substances bear the following proportions:—4 parts of cabbage to 1 of potatoes; 3 parts of turnips to 1 of potatoes; 2 parts of carrots and spinach to 1 of potatoes; and about 3½ parts of potatoes to 1 of rice, lentils, beans, French beans, and dry peas.

"The *Nonconformist* of June 7 publishes some statistics relative to the missionary societies, which have been holding their anniversary meetings during the past month. Those which promote foreign and colonial missions, about a dozen in number, including the several Presbyterian bodies, have an aggregate income of £842,872. The resources of the six leading societies for the past year were as follows:—Church Missionary, £195,116; Propagation of the Gospel, £125,294; Wesleyan Missionary, £159,106; London Missionary, £118,183; Baptist Missionary, £44,762; Colonial and Continental, £33,487. In nearly each case there has been an increase of receipts for 1876. Among them the several societies employ some 2,000 European missionaries, and about 2,500 native pastors or catechists."

"Wife-beating," says *Indian Public Opinion*, "appears to have been successfully transplanted from London to Lahore. We trust that a good lesson or two administered to the delinquents referred to may remove the disgrace which, we are very much afraid now attaches to the poorer European community of this station."

There are now two rival Journals in Rajpootnas—the *Star of India* and the *Rajpootna News* both edited by Englishmen. They are continually abusing each other and in a rather novel fashion. The manager of the *Star of India* was lately imprisoned for three months for perjury. This was a matter of great jubilee to the Editor of *Rajputna News* Mr. Verner, who made himself very merry on the occasion. But it appears that Mr. Verner himself was not the most immaculate man in the world, for his contemporary lays at his doors one of the most serious charges that was ever brought against a human being. The *Rajpootna News* announces the astonishing fact that Mr. Verner pawned his own daughter Alice for Rs. 100 to a young man and publishes the following bond in connection with the affair :—

N. E. 766487.

"I acknowledge to have received as a loan from Mr. John Mason of *Kurar* the sum of Rupees one Hundred for the security of which I leave with him my daughter Alice Verner, upon payment of the abovementioned sum, the said John Mason, will return my daughter to me again. Signed at *Kurar* on the seventh day of May 1875.

(Sd.) CHARLES H. VERNER, *Father*.
(Sd.) BRIDGET VERNER, *Mother*."

The Editor of the *Star of India* concludes :—This Mr. Verner is the present Editor of the *Rajpootna News*. He never paid the bond, consequently the girl was abandoned !

The following facts relating to leprosy in India will be read with interest :—

"The general facts about leprosy seem to be that it is a disease of a slowly contagious character and naturally of a very protracted duration, lasting from eight or nine to fifteen or twenty years, and that it is chiefly prevalent among the poorer classes, and especially among such as subsist upon scanty or unwholesome food. In many of its forms it reveals itself by some disfigurement of the features, so that it is readily recognised by ordinary observers, and its slow progress is attended by loathsome sores and by loss of the fingers and toes, which gradually perish and drop off. As in Judaea, it is the custom of the country—at least, among the poor, who furnish the great majority of the cases—to expel lepers from their homes and from society as soon as the nature of their complaint is discovered, and to look upon it as a valid ground for the disruption of all domestic ties. The husband drives away his wife, or the father his children, and takes no further thought for their welfare or subsistence. They become outcasts, exposed to all inclemencies of weather and to all extremities of want, and supported, if such a word can be used, by food or money which is exposed for them by the charitable, and which they may only take after the giver has departed, or by such roots and natural produce as they can obtain for themselves in the jungles. In Bombay there are two establishments into which lepers are received—one of them the Dhurmsala, named after the late Sir Jamseetjee Jeejeebhoy; the other the ward for incurables which is attached to the Sir Jamsetjee Jeejeebhoy Hospital. The latter not only contains thirty male lepers, but provides them with proper hospital accommodation and careful medical treatment; while the Dhurmsala contains 120 lepers of both sexes, who are better off than they would be as wandering outcasts, but who are crowded together, in defiance of all hygienic considerations. In order properly to estimate the relation between the evil and the provision thus made for its relief it must be remembered that the known lepers in the Bombay Presidency exceeded 11,000 in number in 1871, and that the number in the whole Indian peninsula is supposed to be not less than 100,000."

Some satistics published by the *Official Journal* of St. Petersburg show that the number of suicides in European Russia (without the governments of the Vistula and the province of the Don), amounted, from 1870 to 1874, to 8,613, of whom 6,875 were males and 1,738 females.

During the month of May 9,260 emigrants left Liverpool, being an increase of 2,202 upon the previous month. Of 7,383 who sailed in vessels "under the Act" to the United States, 3,630 were English, 45 Scotch, 1,014 Irish, and 2,694 foreigners.

Attention has been called in England to a practice prevalent in some parts of the country, which appears to illustrate the power possessed by milk of absorbing atmospheric impurities. It is that of placing a saucer of new milk in a larder, to preserve meat or game from taint. It is said that not only does it answer that purpose, but that the milk after a few hours becomes so bad that no animal will touch it.

The following were the totals of the number of paupers in London (exclusive of lunatics in asylums and vagrants) on the last day of the first week of June, 1876 :—Indoor—adults and children, 34,079; outdoor—adults, 27,838; children (under 16), 17,276—total, 79,193. Corresponding total in 1875, 85,849, 1874, 95,518; 1873, 102,711. Total number of vagrants relieved in the Metropolis on the last day of the first week of June, 1876, 576.

In the first quarter of the year 1876, duty was paid on 4,241,770 gallons of home-made spirits for consumption as beverage in England, on 1,504,449 gallons for consumption in Scotland, and on 1,675,115 gallons in Ireland: making a total of 7,421,334 gallons, or 197,031 gallons more than in the corresponding quarter of last year. The increase in England was only 6,411 gallons, but in Ireland it was no less than 206,585 gallons; there was a decrease

of 15,936 gallons in Scotland. The quantity of foreign spirits imported into the United Kingdom in the first quarter of 1876, and entered for consumption here, was 3,008,783 proof gallons, or 66,808 gallons more than in the same quarter of last year.

A statistacian says that comparative duration of human life in various trades is as follows :—

"Butchers : The average mortality among persons engaged in this business is very high.—Fishmongers experience full as high a mortality as butchers.—Publicans : The numerous, useful, and, as a body, respectable men who supply the community with drinks, food, and entertainment in inns, are shown to suffer more from fatal disease than the members of almost any other known class. There can be little doubt that the deaths will be found to be due to delirium tremens and the many diseases induced or aggravated by excessive drinking. It seems to be well established that drinking small doses of alcoholic liquors—not only spirits, the most fatal of all the poisons, but wine and beer—at frequent intervals, without food, is invariably prejudicial. When this is carried on from morning till late hours in the night, few stomachs, few brains, can stand it. The habit of indulgence is a slow suicide. The many deaths of publicans appear to prove this.—The Clergy of the Established Church, Protestant ministers, Catholic priests, and barristers, all experience low rates of mortality from ages twenty-five to forty-five. The clergy lead a comfortable, temperate, domestic, moral life, in healthy parsonages, and their lives are good in the insurance sense. The young curate, compared with the young doctor, has less cares. The mortality of Catholic priests after the age of fifty-five is high ; perhaps the effects of celibacy are then felt.—Solicitors experience the full average mortality after the age of thirty-five ; the legal work is hard.—Physicians and Surgeons, from youth up to the age of forty-five, experience a mortality much above the average ; after that age they differ little from the average. They are in contact with the sick ; are exposed to zymotic disease ; and the rest is disturbed. Chemists and Druggists ate younger than medical men, because pharmacy is a separate business and is of more recent growth. Their mortality, like that of medical men, is high and above the average, especially in the younger ages.—Commercial Clerks experience an exceptionally high rate of mortality. The rooms in which they work are generally closed and ill-ventilated. They eften stoop at their desks. Railway Servants : The railway service, taken collectively, experience a high rate of mortality, somewhat higher than medical men at advanced ages.—Carpenters, &c. : Wheel-wrights working chiefly in wood, and scattered all over the kingdom, are healthy ; their mortality is low at all ages. To carpenters, joiners, sawyers, and workers in wood generally, the same observation may be extended ; their mortality is low, their occupation is healthy. The hairdressers, barbers, and wig-makers, the English Figaros, living chiefly in cities, experience, according to these returns, high rates of mortality at all ages ; and so do Hatters.—Shoemakers at all ages, except from twenty to twenty-five and at advanced ages, experience a rate of mortality below the average.—Tailors, on the contrary, die at rates much above the average. Grocers, at all ages after thirty-five, experience a low rate of mortality. The tobacconists, snuff, and tobacco-manufacturers, suffer very much at all the younger ages indicating clearly enough how prejudicial smoking is to young men.

A correspondent writes us from London :—Lord Amberley's posthumous work, "An Analysis of Religious Belief", published by Messrs. Trubner and Co. of London, has created some sensation, among the higher circles in England. At all events it is a remarkable commentary upon the proceedings of the British authorities here. While the very foundations of Christianity have been sapped, and a cry, of no uncertain ring for its disestablishment, has been raised in Great Britain, its own cherished home and shrine, the Indian Government does not feel ashamed to dip its hands into the pockets of its already heavily-taxed Hindoo and Moslem subjects, and remove therefrom some thousands and thousands of their hard-earned money in order to maintain that religion *here*—a religion, which in the opinion of thinkers all over the world, has long since spent all its force. The key to the solution of the anomaly lies of course in the very nature of our Government, which, however benevolent, is essentially despotic, and as a consequence often partial and one-sided in its dealings with the people. How long, we ask, will this profound iniquity be permitted to continue ?"

Tne dedication of Lord Amberley's book runs as follows :—

With all reverence and all affection, to the memory of the ever-lamented wife whose hearty interest in this book was, during many years of preparatory toil, my best support ; whose judgment as to its merits or its faults would have been my most trusted guide ; whose sympathy my truest encouragement ; whose joyous welcome of the completed work I had long looked forward to as my one great reward ; whose nature, combining in rare union scientific clearness with spiritual depth, may in some slight degree have left its impress on the page, though far too faintly to convey an adequate conception of one whose religious zeal in the cause of truth was rivalled only by the ardour of her humanity and the abundance of her love.

This looks almost as a literal paraphrase of the language used by the late John Stuart Mill in relation to *his* wife (*vide* "Liberty"). But the work itself is a very able one, and in some respects original.

The same correspondent says :—" The following which we extract from the speech of Lord Elcho, in the House of Commons, on his "London Municipal Government Bill," reveals a fearful state of things indeed.

"The greasy condition of the streets, besides being unhealthy involved a destruction of life greater than that attributed to the car of Juggertaut, for returns showed that 200 people were killed, and 2,885 persons were maimed in the Metropolis in the course of a year."

And, this about the streets of London, the proud metropolis of that empire over whose dominions the sun is said never to set ! We are afraid, if careful inquiries be made, due regard being of course had to the comparative extent and denseness of population, our own cities will show no better off, *if not a hundred-fold worse still.*

The February number of the *National Magazine* is to hand. We take the following from it :—

M. Signol, an experienced veterinary surgeon, calls attenion to a fact having an important bearing upon the public health. He established by numerous experiments that cannot be questioned, that the blood of healthy animals, killed or asphyxiated, and taken in the deeply seated veins of the system sixteen hours after death, acquires peisonous properties of an extreme energy. Thus the blood of a healthy horse to killed and so taken, destroyed in some hours, sheep and goats which had been inoculated with it to the extent of eighty drops. Equally strange, this blood so texical, presents none of the apparent characteristics of putrsovertion, either in odor or aspect. The microscope fails to diefcacanimalcules, at all times easy to recognize by their dimensions and their immobility, and that are present in the blood of animals dead from carbuncle. The conjecture may be raised, does the blood in the deep seated veins come in contact with the intestinal gases in the course of sixteen hours.' ? In any case the cause which renders the blood of a slain healthy animal poisonous is obscure. That of which yesterday we were ignorant, we know to-day, viz, the blood of the surface veins after death is inoffensive, that of the veins profoundly situated is mortal, when sheep and goats are inoculated with it ; also the blood of these animals so affected becomes only venomous after their death. What is true for sheep &c., may not be an error for other animals, or even for human beings. Surgeons and butchers run not a little danger, and may not also cooks especially during the season for game ; a few drops of blood from a hare or a pheasant falling on a slight puncture of the hand, might produce a grave accident. It is not uncommon for persons to suffer from an abcess, after preparing game a little high. In presence of this new virus, prudence is necessary."

The following description will give some idea of the suicides that occur in England :—

Considering the abnormal mental condition that produces suicidal mania, there is room for much speculation in the constantly steady proportion of suicides that occur year by year in the English population. In the reports of the Registrar-General, the attempt to distinguish suicides from other violent deaths was first made in the year 1858, when 1,275 cases of suicide were returned. It is true that the annual number of suicides in England and Wales have since 1858 slowly but steadily increased to 1,592 in 1874. If, however, the increase of population in these 17 years be taken into account, we shall find that the propotion has been remarkably constant. The annual number of suicides to 1,000,000 persons living was equal to 67 in each of the three quinquenniads ending 1864, 1869, and 1874. During the five years 1870-4, the annual suicide-rate was equal to 70 per 1,000,000 persons living in 1870, and the lowest rate was 65 in 1873. The 1,592 deaths by suicide in 1874 included 1,204 of males and 388 of females ; 597 resulted from hanging ; 340 from incised wounds, principally in the throat ; 280 from drowning ; 149 from poison ; and 93 from gunshot wounds ; besides 133 from other or ill-defined injuries. Suicides are generally more numerous in urban than in rural populations ; but the variation in their proportion in different parts of the country is not due to this cause alone. Taking the year 1873 as an example, this being the most recent year for which the Registrar-General has yet published his detailed annual report, the proportion of suicides to 1,000,000 persons living in England and Wales averaged 65, whereas in London it was 83. We may here remark that some statistics of suicide in London, recently published by the Metropolitan Police, have conveyed the erroneous impression that the number of suicides in the Metropolis fluctuates in a remarkable manner from year to year. This is by no means the case, as the proportion to population is almost as constant in London as in the whole of England and Wales. The numbers published in the Police Report only show the suicides that come within the knowledge of the police ; and it is very evident that, as regards the numbers in some recent years, either the police only heard of a small proportion of the suicides that occurred or their returns show very careless compilation. But, to return to the proportion of suicides in 1873 in different parts of England and Wales—the highest suicide-rate occurred in the south-eastern counties—Surrey, Kent, Sussex Hameshirp, and Berkshire ; here, although the population is principally rural, suicides in 1873 were in the proportion of 88 per 1,000,000 persons living, and somewhat higher that in London. In the south-wesetern counties of Wiltshire, Dorsetshire, Devonshire, Cornwall, and Somersetshire, having also a population principally rural, the suicide rate did not exceed 51 per 1,000,000 ; and in Wales it was so low as 39. It would be interesting to observe the relation between the statistics of suicide and of lunacy in the different counties, although we doubt whether any well-defined connexion between the two could be established. Suicide, as a crime in England, is far more prevalent among the educated than the ignorant classes, and the proportion of suicides appears to be in inverse ratio to the education of the people.

The frequency of suicide appears to be one of the penalties resulting from the progress of so-called civilization. leading to intense competition.

THE HISTORY OF SERVIA.

(*Times of India.*)

The principality of Servia, which is now entering the lists against the Turkish Empire, contains something over one million inhabitants in its land area of 12,600 square miles. On the north the Save and the Danube guard it from encroachments on the side of Hungary, and here, as the Carpathians cross over, it is almost impenetrable to an enemy. Between the famous "Iron Gates" the Danube rushes down through bold bluffs of marble and contorted crags of porphery, covered for miles with lilactrees and festooned with honeysuckle and clematis. To the east, again, these Carpathians, and on tne west the Drin and the Ibar, with a little mountain range between, serve in some sort as natural barriers, but on the south an imaginary boundary leaves the country freely open to the attacks of Turkey. Indeed, the position of Servia formed with the kindred countries of Bosnia, Bulgaria, Walachia and Moldavia a natural border-land between the followers of the Crescent and the Cross and condemned them to be for centuries the very "Cock-pit" of Eastern Furope. At present the Principality is almost co-extensive with the Roman Province of Maesia Superior. The first inhabitants we hear of were the Thracians, who together with those Gauls who had joined them, were in the fourth century ousted by the Ostro-Goths. In the middle of the seventh century the Servians, a pure Sclavonic tribe, made their first appearance in Europe, and storming up in their myriads from the east drove Goth and Gaul to seek a shelter west-ward. By the ninth century we find the new settlers a Christian people, members of the Eastern Church, but, though bowing to the supreme religious authority of the Patriarch of Constantinople, insisting upon a vernacular liturgy which they have retained through all the ages. Gradually, and with constant war-fare, they enlarged their borders, till they became a terror to the Emperors of Constantinople, and thus, curiously enough,—as we read history past and present—proved one of the main causes of the ultimate success of the Tartar hordes who were shortly to found the Turkish Empire. The middle of the fourteenth century was the most brilliant period of their history. Their Prince, Stepen Duschan, whose alliance was sought by all the chief monarchs in Europe, actually assumed the imperial title and held sway from the Adriatic to the Black Sea. But his son lost the whole of Roumelia to the Turk, and Servian limits were gradually circumscribed. Still the two powers of Servia and Turkey maintained pacific relations, and their chiefs were generally brothers-in-law.

But at the end of the century the encroachments of the Ottoman empire were terrifying all Christendom, and the Servians were compelled to make common cause with the Hungarians to resist the progress of Mahomedan arms ; and at the fatal field of Kossova, through the treachery of one of their own commanders, the fate of their unfortunate country was decided. For the first hundred years they were merely tributary to the Porte. But early in the sixteenth century Belgrade, the last remnant of the Servian Empire, was captured by Solyman the Great, and the outward from of independence was lost. For two centuries they lived on in the condition of a conquered people, with no safe-guard for the honour of their women or the earnings of their labours. All freedom of worship was denied them, and they met for prayer only in caves on their mountains or in the deep solitudes of their forests. Every year the army of the Grand Signor traversed their country, and every five years the Tribute of Youths was exacted, and the bloom and hope of the nation carried off to lose all sense of home ties, and to be trained to bear arms against their father-land. Still the misery of these unhappy people was only increased when they were captured by Prince Eugene of Savoy, in 1717, and added to the Austrian Empire. So little did they love their Christian masters, that in 1739 the Turks were easily encouraged to overrun the country and regain it. But the Meslem had gathered something from the Christian ; and, as the eighteenth century rolled on, oppression grew into atrocious cruelty. Every woman throughout Servia was subject to the lust of the meanest Turkish soldier ; the most barbarous expedients were attempted to obtain the property of the peasants and the persons of their wives—and, in revenge, the recesses of forest and mountain were quickly filled with bands of wronged aud desperate men, who, first thinking only of plunder and revenge, now conceived the desire of delivering their country. Nor was a leader wanting. One Kara George, a peasant's son, shot his own father dead to save him from the tortures of the Turks, and then became one of those grim, stern, gloomy heroes that such a misery alone produces. Everywhere he fanned the discontent of the people, till, in 1804, a general insurrection began. There was no soldier class in Servia ; every man was a warrior ; no commissariat, but every woman saw to her husband's or her lover's food. For eight years they struggled on with a varying advance, till at least the country was declared independent under the government of their general, Kara George. He was of Garibaldi's type, ruling the land, but living as a peasant, while his daughter, like the other girls, went to and fro drawing water from the public wells. In Servia now there was peace and plenty, till, in 1813, Napoleon's support enabled the Turk to reconquer the country, and the next ten years were disgraced by the blackest scenes in history Men and women were hurled against the walls of resisting fortresses by special catapults ; infants thrown into scalding water in derision of baptism ; women flogged to death or roasted alive on spits, and the green slopes of Belgrade were for months covered with a succession of impaled Servian patriots who lingered on in agony for days. Ten years of such deeds were enough to make a nation desparately brave, and under Milos Obrenovic they rose to a man. This Milos, founder of the reigning family, had from a shepherd's lad become one of Kara's commanders. The war waxed and waned till in 1826 the whole of Servia was freed at last, and, subject to the suzerainty of the Porte, the internal government was left entirely in their own hands. This was formally ratified by the Sultan's Hatti Cherif ; then Christian powers, as so often of old, interfered, and stipulated that six places in Servia should receive garrisons of Turkish soldiers.

Henceforth the Servain story is one of comparative peace. In 1839 Milos became unpopular and was compelled to resign in favour of his dying son, Milan, who never even heard of his new dignity, and died within the month. Michel, a second son, succeeded, but in 1842 was driven out to join his father, and the son of their old hero, Kara Goerge, was unanimously elected by the people. But in 1858, he, too, was compelled to abdicate, and their first prince, Milos, was, in his old age, recalled from his retirement. When he died a twelve month after, Michel succeeded for the second time and was assassinated in 1868, leaving the throne to his nephew Milan Obrenovic IV., who at our present writing is only two and twenty. In spite of the uncertain tenure of the throne, the country has made great strides in these later years. In 1856 the Treaty of Paris placed the autonomy of the Principality under the protection of the Great European Powers "to preserve its independence and national administration as well as full liberty of worship of legislation, of commerce, and of navigation." And in 1867, the last fortresses were finally evacuated. By degrees, too, a representative Government has been established with a senate of 17 members as upper house and a "Skoupschina" as lower. There is universal suffrage now, from which only gipsies and domestic servants are debarred, and one deputy is elected for the Shoupschina for every 2,000 electors. Trade as yet has made but little progress. The natural water-ways of the country have not been properly worked, there is of course no seaport, and the roads are miserably bad. There are plenty of unworked mineral wealth and whole districts of oak forestst each tree rotting where it falls, and large herds of cattle and swine, and crops of maize and corn."

ACKNOWLEDGMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	As.	P.
Gridhur Hari Marathi Esq, Poona	5	0	0
Hardor Prosad Esqr., Hoshangabad	1	4	0
Sitaram Raoji Datar Esqr., Bombay	5	0	0
Ram Chundra Ganesa Mundale, Esqr., Poona ...	5	0	0
Govind Wasudev Kanitkar Esqr., Bombay ...	5	0	0
Gopal Ram Chundra Sohoney Esqr., Itarsi ...	5	0	0
Thakur Prosad Sing Esqr., Bankipur	1	0	
Dawood Khan Esqr., Magalore	5		

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

নাই। রুশিয়ার ভয় যে সকলের অনিচ্ছায় তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করিলে সকলে তাহাকে দমন করিবার যত্ন করিবে। রুশিয় এই নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবেশ করিবার একটী সুযোগ তল্লাশ করিয়া বেড়াইতেছেন। রুশিয়ার ইচ্ছা যে যুদ্ধে প্রবেশ করিলে আর কেহ তাহার সাহায্য না করুক তাহার উপর বিরক্ত না হয়। পরাজিত সার্বিয়ার এবং প্রপীড়িত খৃষ্টানদিগের পক্ষ সমর্থন করিলে তিনি অন্ততঃ এটি আশা করিতে পারেন।

আমরা 'ভূম্যধিকারীর প্রতি পরামর্শ' নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তক খানি আজিমগঞ্জের বাবু কেদার নাথ দাস কর্ত্তৃক প্রণীত। পুস্তকের বিষয় সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে পুস্তক প্রণেতার বিষয় জানিতে পারিলে অনেকটা সুবিধা হয়। কেন না তাহা হইলে সমালোচক গ্রন্থকারের ঘাড়ে চাপিয়া পুস্তক সম্বন্ধে অনেক কথা না লিখিয়া বাঁচিয়া যাইতে পারেন। আমরা শুনিয়াছি যে কেদার বাবুর প্রতি একটী বৃহৎ জমিদারী পর্য্যাবেক্ষণের ভার সমর্পিত আছে এবং তিনি এক জন কৃতবিদ্য—অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় তৎপর, কেন না ইংরাজিতে তৎপর না হইলে কোন ব্যক্তি আজ কাল 'কৃতবিদ্য' উপাধি পান না। তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়াও আমরা তাঁহার স্বভাবের কতকটা পরিচয় পাইয়াছি। তিনি স্পষ্টবাদী। তবে এই সভ্যতা প্রচারের সময়ে স্পষ্টবাদী লোককে মানুষে পাগল বলে। তাহা বলুক, স্পষ্টবাদিত্বের সঙ্গে যদি বিচক্ষণতা থাকে—বিজ্ঞতা নহে, কেননা বিজ্ঞতা ও স্পষ্টবাদিত্ব এক স্থানে থাকিতে পারে না—তবে লোকে যাহাই বলুক না কেন, সে স্পষ্টবাদে জগত চালিত হইবে। কেদার বাবুকে একটু রসিক২ বলিয়াও বোধ হয়। জমিজমা, টাকা কড়ি, প্রজা বিদ্রোহ, দশ আইন আট আইনের মধ্যে রসিকতার চালনা কত দূর করা যাইতে পারে তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে "ভূম্যধিকারির প্রতি পরামর্শ" নামটীও যেমন কর্কশ বিষয়টীও আজ কালকার নাটক নভেল প্লাবিত বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে সেই রূপ দুরবগাহ্য। এমত অবস্থায় কোন গ্রন্থকার যদি একটু রস পরিচালনে লোকের মন যোধপুর, উদয়পুরের রাজা রাণী রাজ কন্যা রাজ মন্ত্রী, সখীগণ, কঞ্চুকী, সেনাপতি ইত্যাদি হইতে অবসৃত করাইয়া জমাজমি, দশ আইন আট আইন প্রভৃতির দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন তবে তাঁহাকে আমরা মার্জ্জনা করিতে পারি। অতএব উপস্থিত গ্রন্থের প্রণেতা জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, কৃতবিদ্য, স্পষ্টবাদী, বিচক্ষণ ও রসিক। এ রূপ ব্যক্তির ভূম্যধিকারীদিগকে পরামর্শ দিবার ক্ষমতা আছে কি না এবং তিনি কি পরামর্শ দেন তাহা জানিবার জন্য জমিদার ও প্রজার আগ্রহ হয় কি না পাঠক গণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

আফেরিকা বুঝি ইংলণ্ডের করাল কবলে প্রবেশ করিল। এক খানি বিলাতী সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ন্যায় আফেরিকায় বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে একটী কোম্পানির সৃষ্টি হইতেছে। আফেরিকায় এখন তামাক, রম মদ এবং দাস বিক্রয় এই কয়েকটী ব্যবসায়ের প্রাদুর্ভাব আছে। যাহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ন্যায় কোম্পানী স্থাপনের কল্পনা করিতেছেন তাঁহারা ইংরাজেরা যে প্রণালীতে ভারতবর্ষকে অধিকার করেন সেই প্রণালী অবলম্বন করিবেন স্থির করিতেছেন। যদি এইরূপ কোম্পানী হয় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে অসভ্য আফেরিকাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা তত কঠিন হইবে না। তবে সেখানে ভারতবর্ষের ন্যায় ধন নাই, সেখানে সিরাজদ্দৌলা নাই অথবা মিরজাফরও নাই, সেখানে উমিচাঁদকেও পাইবেন না অথবা নন্দকুমারও জন্মাইবে না। আমরা জানি না উপরিউক্ত সম্বাদটী কত দূর সত্য কিন্তু এটী যদি সত্য হয় এবং আফেরিকার বাণিজ্য অনেকে যেরূপ আশা করিতেছেন প্রকৃত সেই রূপ লাভজনক হয় তাহা হইলে আমদের দেশের পক্ষে বিস্তর মঙ্গল হইবে। এখন ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের পোষণ করিতে হইতেছে, তখন আমাদের কতক ভার আফেরিকা বহন করিবে। আবার ইংরাজেরা প্রভুত্ব ও বল বিক্রম দেখাইবার নূতন একটী স্থান পাইবেন। দীর্ঘকাল আলাপ পরিচয় দ্বারা আমরা ইংরাজদিগকে চিনিয়াছি এবং তাহারা আমাদিগকে চিনিয়াছেন সুতরাং তাহারা যদি এরূপ স্থান পান যেখানে লোকে তাহাদিগকে চিনিতে পারে নাই তাহা হইলে পারতপক্ষে তাহারা এখানে আসিবেন না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় আর একটী তারের সম্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ বিভাগের আসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পোপ সাহেব এক জন এদেশীয়কে এরূপ আঘাত করেন যে তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন এ সম্বাদটী মিথ্যা। এ সম্বাদটী সত্য কি মিথ্যা তাহা বিধাতা জানেন কিন্তু যদি সত্য হয় তাহা হইলেই বা পোপ সাহেবের ইহাতে ক্ষতি কি। যদি সামান্য ইংরাজেরা এদেশীয়দিগকে অকারণে হত্যা করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি একটী হত্যা করিলে তাহার আর কি হইবে। ইহাতে তাহার ক্ষতি না হইয়া প্রত্যুত লভ্য হইবে। পোপ সাহেব এদেশীয় এক জনকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া হয়ত তিনি অনেক ভারতবর্ষবাসী ইংরাজদিগের নিকট আদরণীয় হইবেন। ইংরাজি সম্বাদ পত্র তাহার দোষ গোপন করিবার নিমিত্ত তাহার এত যশকীর্ত্তন করিবেন যে তাহাতে তিনি অচিরাৎ গণ্য হইয়া উঠিবেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য, তাহাতে আবার ইংরাজ। গবর্ণমেণ্ট নিজ পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহার পদোন্নতি করিবেন এবং এদেশীয়েরা পূর্ব্বে যদি তাহাকে দেখিয়া প্রণিপাত করিত এখন তাহার পদানত হইয়া তাহার পদ সেবা করিবে।

ভারতবর্ষের প্রান্তবাসীদিগকে লইয়া গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত ভারি বিপদে পড়িয়াছেন। ইহাদিগকে সমূলে ধ্বংশ করা এক রূপ অসাধ্য। ইহারা দুর্ভেদ্য পর্ব্বতে বাস করে। আবার গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের তেমন আয়োজন করিলে ইহারা আসিয়া পদানত হয় অথচ ইহাদের কথার উপর নির্ভর করা যায় না। এবার অনেকেই বিশ্বাস করেন যে খেলাতের খাঁর সঙ্গে বুঝি সমুদয় গোল মিটিয়া গেল, কিন্তু টাইমস অব ইণ্ডিয়া কারাচি হইতে তারে সম্বাদ পাইয়াছেন যে খাঁ মুখে যাহা বলিয়াছেন কার্য্যে তাহা করিতেছেন না। রুশিয়া লইয়া যত গোলযোগ হইতেছে ইহারা তত শঠতা আরম্ভ করিতেছে। ইহারা অর্থের বাধ্য নহে, সততার বাধ্য নহে, আবার অস্ত্রের দ্বারা ইহাদিগকে বাধ্য করাও সুকঠিন। অথচ এ সামান্য শত্রু নিপাত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের এত ব্যয় ও উদ্যোগ করিতে হয় যে তাহার দ্বারা তাহারা অনায়াসে একটী প্রবল শত্রু ধ্বংশ করিতে পারেন। যাহাদের লইয়া এই বিপদ তাহাদের হস্তে আবার ভারতবর্ষের অনেক রক্ষার ভার।

আমরা গত সংখ্যক বান্ধব পাঠে অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, শব সাধন প্রভৃতি কয়েকটি অপূর্ব্ব প্রস্তাব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বান্ধবের সম্পাদক সম্পাদকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া অবধি নানা ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছেন তথাচ এ কাল পর্য্যন্ত তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিয়াছেন। অনেকে বান্ধবে উপন্যাস দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও ইহাতে তত সন্তুষ্ট নহি। তবে সম্পাদকদিগের দশ জনের মন যোগাইয়া চলিতে হয়। আবার বান্ধব প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে অন্যান্য মাসিক পত্র লোকের রুচি বিকৃত করিয়া ফেলেন। কিন্তু আমাদের আশা ছিল যে বান্ধব এ সমুদয় কুরুচির সংশোধন করিবেন, তৎ সম্পাদক পাঠকদিগের রুচির দ্বারা চালিত হইবেন না, তিনিই পাঠকদিগকে চালনা করিবেন। বান্ধবের সম্পাদক যেরূপ ক্ষমতাবান লোক তাহাতে তিনি মনে করিলে অনায়াসে ইহা করিতে পারিতেন।

বিজ্ঞাপন।

মাল বৈদ্যদের মতে

সর্পাঘাতের চিকিৎসা।

মুল্য ।/০ আনা। ডাকমাসুল/০ আনা।

কলিকাতা অমৃত বাজার পত্রিক আফিস ও কলেজ ষ্ট্রীটস্থিত ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

নড়াল হাটবাড়িয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের ষ্টেটের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য জনেক হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী উপযুক্ত ম্যানেজার আবশ্যক। ১৫০০০ টাকা পরিমাণে জামিন দিতে হইবেক। বয়ক্রম ৪০এর ন্যূন না হয়, বেতন উপযুক্ততা অনুসারে ১০০ হইতে ২৫০ পর্য্যন্ত, প্রশংসা পত্রের নকলসহ আগামী ৩০শে জুলাই মধ্যে জমিদার মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

নড়াল। ৮।৭।৭৬। } শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

পুরাতন জ্বর, পালা জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, ইত্যাদি জ্বরের বিশেষ শান্তিকারক ঔষধ, কলিকাতায় ২৮৫নং বহুবাজার ষ্ট্রিটে পাল এণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়ে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, মুল্য ১ টাকা মাত্র॥

হাবাড়ার হুগলি ব্রিজের নিকট নিম্ন লিখিত সম্পত্তি বিক্রয় হইবে

বহুমূল্য ভূমি সম্পত্তি ওরিয়েণ্টল হোটেল ও আড়কাটি বাজার বিশিষ্ট। এই সম্পত্তি চাঁদমারী রাস্তা ও নলেন প্লেশের মধ্যস্থিত ইহা হইতে এক্ষণে বিলক্ষণ উপস্বত্ব লাভ হয় ও সম্পায়াসে আরও অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অন্যান্য সংবাদ ভবানীপুরের অন্তর্গত পিপুলপটি রাস্তার ২৪ নং বাটি নিবাসী শ্রীযুত মেঃ ডউলিউ হেসম সাহেবের নিকট পাওয়া যাইবে।

২৯এ জুন ১৮৭৩

প্রমোদী।

যাহারা মৃগয়া পক্ষী ও মৎস্য শীকার ব্যায়াম বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র চালনা, পালিত পশু পক্ষীদিগের চিকিৎসা এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে অন্যান্য যে যে বিষয় জ্ঞাতব্য, উদ্যান রচনা কৌতুকাবহ কাহিনী, এবং এক প্রকার চিত্ত রঞ্জন বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে উল্লিখিত মাসিক পত্র খানার গ্রাহক হইতে অনুরোধ করি।

এই পত্রিকা খানীর উপকারিতা এবং উৎকর্ষতা সম্বন্ধে অনেক সম্মানিত বঙ্গীয় সম্পাদক এবং ইংরাজ সম্পাদক মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার বাৎসরিক মূল্য ২ দুই টাকা, ডাক মাসুল দুই আনা। মুক্তাগাছা আনন্দ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

কাণসাট ২৩শে আষাঢ়। ১২৮৩। } প্রমোদী সম্পাদক।

সংবাদ।

—সার সালার জং ইংলণ্ডে গমন করিয়া শুদ্ধ ইংরাজদিগকে উত্তেজিত করেন নাই। ইংলণ্ডে যে সমুদয় মুসলমান, পার্শি এবং হিন্দু আছেন তাহারাও সকলে একত্রিত হইয়া সালার জং বাহাদুরকে এক খানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করার উদ্যোগ করেন। সালার জং পীড়িত এই নিমিত্ত তিনি এখন ইহাদিগকে এ বিষয়ে বিরত হইতে বলিয়াছেন।

—গত বৎসরে তৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কলিকাতা বন্দরে ৮ খানি কম জাহাজ আইসে এবং ১১০০০০ মন কম পণ্য দ্রব্যের আমদানি হয়। গত বৎসর ৪৮ খানি জাহাজ বানচাইল হয়, ৭ খানি জাহাজে পরস্পর সংঘাত হয়। সংঘাত দ্বারা খান দুই তিন জাহাজ নষ্ট হইয়া যায়।

—বাঁশ হইতে অপুর্ব্ব কাগজ প্রস্তুত হয়। আজ কয়েক বৎসর অবধি গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষের কোন২ স্থানে ইহার পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সম্প্রতি ইহার পরীক্ষা বাহুল্য পরিমাণে করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালোরে গবর্ণমেণ্ট বাঁশ প্রস্তুত করিতেছেন।

—পুর্ব্বে রাষ্ট্র হয় যে, যুবরাজ ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ করিয়া বলিয়া যান যে ভারতবর্ষে যে সমুদয় স্বাধীন রাজা আছেন তাহাদের প্রতি রেসিডেণ্টেরা যেন কোন রূপ অত্যাচার না করেন। সম্প্রতি ডেলিনিউসের ইংলণ্ডস্থ সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন, রেসিডেণ্টেরা স্বাধীন রাজাদিগের প্রতি যেরূপ অসদ্ব্যবহার করেন তাহা দেখিয়া যুবরাজ এবং তাহার সঙ্গে যাহারা ভারতবর্ষে আগমন করেন তাঁহারা সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। যুবরাজ যদি প্রকৃত রেসিডেণ্টদিগের অভদ্রতাচরণ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি তাঁহার মনোযোগে ইহারা স্বাধীন রাজাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন তাহা হইলে প্রকৃত দেশের একটী মঙ্গল হইবে। রেসিডেণ্টদিগের অভদ্রতাচরণের নিমিত্ত শুদ্ধ ভারতবর্ষের ক্ষতি হইতেছে না, ইংরাজ রাজ্যের ক্ষতি হইতেছে। যদি কর্ণেল ফেয়ার অভদ্রতাচরণ না করিতেন তাহা হইলে গাইকোয়াড় রাজ্যচ্যুত হইতেন না। রেসিডেণ্টদের অত্যাচার না হইলে সিপাহী যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া ইংরাজ রক্তে দেশ প্রবাহিত হইত না। এ দেশীয় রাজারা যত ক্ষুদ্র হউন তাহারা স্ব স্ব দেশে দেবতার ন্যায় পূজনীয়। যখন নিজ দেশে নিজ প্রজা ও কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে রেসিডেণ্ট সাহেবেরা তাহাদের প্রতি কোন রূপ অভদ্রতাচরণ করেন তখন তাহারা উহাতে অতিশয় অপমানিত হন এবং কষ্ট অনুভব করেন।

—শ্যাম দেশের রাজা নিজ রাজ্য সুসভ্য করিয়া তুলিতে সংকল্প করিয়াছেন। তিনি নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, রাজ কার্য্যের সুসাশন প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছেন, দেশে রাস্তা ঘাট তার প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি এখানে যে রূপ রাজকীয় নানা বিভাগে বৎসর২ নানা রূপ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, সেই রূপ রিপোর্ট তথায় প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। শ্যামের রাজা ইংরাজদিগের সকল বিষয়েরই অনুকরণ করুন কিন্তু এ দেশীয় ব্যবস্থাপক সভার যেন অনুকরণ না করেন। তাহা হইলে দেখিবেন যে অচিরাৎ তাহার দেশ হইতে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিবেন। তিনি আর একটী বিষয় যেন ইংরাজদিগের নিকট হইতে গ্রহণ না করেন। ইংরাজদিগের জেল শাসন। ইংরাজদিগের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে সম্বন্ধ শ্যামের রাজার সঙ্গে শ্যাম দেশের সে সম্বন্ধ নহে। ভারতবর্ষবাসীরা যত নির্ধন হইবেন, যত দুর্ব্বল হইবেন, তত ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের এ দেশে শ্রীবৃদ্ধি হইবে। কিন্তু শ্যাম দেশের যত ধন বৃদ্ধি ও বল বৃদ্ধি হইবে শ্যাম রাজার তত শ্রীবৃদ্ধি হইবে, সুতরাং পরাধীন ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী যে স্বাধীন রাজা স্বদেশে প্রচলিত করিতে যত্ন পাইবেন তিনি দেশের সর্ব্বনাশ করিবেন। যে রাজার ইংরাজদিগের ন্যায় কোন বৃহৎ ভিন্ন রাজ্য শাসনাধীন আছে তিনি যেন ইংরাজদিগের শাসন প্রণালীর অনুকরণ করেন, তাহা হইলে দেখিবেন তিনি কি রূপ মন্ত্র বলে অধীনস্থ রাজ্য নিস্তেজ ও নির্ধন করিতে পারিবেন।

—ডাক্তার ব্রাউন মনিপুর রাজার দরবারে ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পলিটিকাল এজেণ্ট ছিলেন। তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্ম হইতে সসপেণ্ড করিয়াছেন। কি কারণে তিনি এই রূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার কোন কারণ প্রকাশিত হয় নাই।

—ইংলণ্ডে সম্প্রতি আর এক জন মৃত্যুকালে সাধারণের উপকারার্থে বিস্তর টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এই মহাত্মার নাম বিবর সাহেব। ইনি ওয়েল্‌স কালেজে ২০ লক্ষ এবং ম্যাঞ্চেষ্টর স্কুলও ইনফারমারিতে এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

—ইংলণ্ডের সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা কত উপার্জ্জন করেন সে বিষয় অনেকে অবগত আছেন। সেখানকার গ্রন্থকারেরা কি পরিমাণে উপার্জ্জন করেন নিম্নে তাহার একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। জর্জ্জ ইলয়াট নামক এক ব্যক্তি এক খানি পুস্তক রচনা করেন। ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৷৷০ টাকা। তিনি ইহা বিক্রয় করিয়া দশ লক্ষ ষোল হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশের ও অন্যান্য ব্যয় বাদে তাহার ৪ লক্ষ টাকা লভ্য থাকে। মেকালের কৃত দুই খণ্ড ইতিহাস বিক্রয় করিয়া তিনি দুই লক্ষ টাকা পান কিন্তু জর্জ্জ ইলিয়ট তাহার দ্বিগুণ উপার্জ্জন করেন।

—এক জন ইংরাজ চিন ভাষায় এক খানি সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ন্যায় সুলভ সম্বাদ পত্র পৃথিবীতে আর নাই। এ খানি দৈনিক সম্বাদ পত্র। ইহার মুল্য এক পয়সার কম। অল্প দিনের মধ্যে ইহার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার হইয়াছে। যিনি এই সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিতেছেন তিনি ইহা আরো সুলভ করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন যে, যাহারা অতি দরিদ্র তাহাদের নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে ইহা প্রকাশ করিয়া অর্দ্ধ মুল্যে উহা প্রচার করিবেন।

—সার্বিয়ার সঙ্গে তুর্কির যুদ্ধ ক্রমে গুরুতর হইতেছে। এখন কোন পক্ষের জয় পরাজয় হয় নাই। ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজারা এখনও কোন পক্ষ গ্রহণ করেন নাই। ইংলণ্ড যুদ্ধের নানা রূপ আয়োজন করিতেছেন। এক খানি বিলাতি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইংলণ্ড বলটিক সাগরে সত্বর ১৫ খানি রণ তরি প্রেরণ করিবেন।

—ইংলণ্ডের কত ধন তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি না। আমরা তাহাদের অতুল ঐশ্বর্য্যের উদাহরণ মাঝে২ প্রকাশ করিয়া থাকি। সম্প্রতি উহার আর একটি উদাহরণ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। এক জন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীর একটি চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি নীলামে বিক্রয় হয়। লর্ড ডার্বি এই চিত্র এক লক্ষ টাকা ডাকেন, কিন্তু তাহাতেও ইহা ক্রয় করিতে পারেন না। আগ্নু নামক অপর এক জন সাহেব ১০১০০০ টাকা ডাকিয়া উহা ক্রয় করেন।

—মুডি এবং সাঙ্কির নাম বোধ হয় অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ইহারা গীত বাদ্য দ্বারা খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহাদের ধর্ম্ম যাজন যাহারা শুনিতে চান তাহাদের টিকিট কিনিতে হয়। ইংলণ্ডে ইহারা এই রূপে টিকিট বিক্রয় করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইহারা সম্প্রতি আমেরিকার নিউইয়ার্কে এই রূপ ধর্ম্ম যাজন দ্বারা ১০৩০০০ ডলার উপার্জ্জন করেন। দুই টাকায় এক ডলার হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাদের ধর্ম্ম সঙ্গীত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও তাহরা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন।

—সিপায়ী যুদ্ধে অনেক ইংরাজের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, আবার সিপায়ী যুদ্ধ না হইলে হয় ত ডাক্তার ফেরার এবং লর্ড লরেন্‌স প্রভৃতি এত উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতেন না। ডাক্তার ফেরার এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত নন, তিনি অস্ত্র বিদ্যায়ও অদ্বিতীয় নন, তথাচ তাহার উন্নতি পদ্মার স্রোতের ন্যায় হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার ফেরারকে নানা বিধ পদ এবং উপাধি প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের প্রধান২ ডাক্তারেরা তাহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রধান২ ডাক্তারেরা একত্রিত হইয়া তাহাকে একটী ভোজ দেন। তিনি যুবরাজের স্বাস্থ্য রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং তাঁহার যত্নে ও উপদেশে যুবরাজ এখানে যত দিন ছিলেন তত দিন শুদ্ধ তাঁহার কোন রূপ অসুখ হয় নাই এ রূপ নহে, যুবরাজের শারীরিক সুস্থতার বৃদ্ধি হয়। যুবরাজ যখন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন তিনি মোটা হইয়া সেখানে গমন করেন। ডাক্তার ফেরার এই কার্য্যের নিমিত্ত ইংলণ্ডের ডাক্তারেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং সেই সন্তোষ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তাহারা তাহাকে এই রূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।

—ডাক্তার হুইলার লিখিয়াছেন যে, যত দিন ভারতবর্ষবাসীরা ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে কন্যা ও পুত্রের আদান প্রদান না করিবে তত দিন তাহাদের উন্নতি হইবে না। বাল্য বিবাহ তাহাদের সকল দোষের মূল। তাহারা বাল্য কালে বিবাহ দিয়া স্বজাতির অবনতি করিতেছে। বাল্য কালে বিবাহ হইলে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারা কখন মনুষ্য হয় না, চিরকাল বালক থাকে। যে জাতিতে সমুদয় বালক, মনুষ্য নাই, সে জাতি কি রূপে উন্নত হইবে? বাল্য বিবাহে অনেক দোষ আছে তাহার সন্দেহ নাই, তবে ইহাতে কিছু২ গুণও আছে। বাল্য বিবাহ যে এ দেশের এরূপ দুর্গতির কেবল মাত্র কারণ তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের পিতামহ প্রপিতামহগণ বাল্যাবস্থায় বিবাহ করেন, অথচ তাহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক গুণে বলবান ছিলেন। এ দেশের গোয়ালারা দীর্ঘজীবী ও বলবান। তাহারাও অতি শৈশব কালে বিবাহ করে। তবে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে যেরূপ বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল, অথবা গোয়ালা প্রভৃতি জাতির মধ্যে যেরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে, এখন তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে প্রণালীতে ২৫ কি ৩০ বৎসরের পুরুষের সঙ্গে ৮। ৯ বৎরের বালিকার বিবাহ হইত। এখন বালক বালিকা উভয়েরই অতি অল্প বয়সে বিবাহ হয়। ইহা দ্বারা সম্ভবতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্য হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস বাল্য বিবাহ কি পৌত্তলিক ধর্ম্মে আমাদিগকে দুর্ব্বল নিস্তেজ কি অল্পজীবী করে নাই। ইংরাজদিগের প্রভাবে আমরা দিন দিন মুমূর্ষাবস্থায় উপনীত হইতেছি।

—সুবিখ্যাত লেখক ডাক্তার রসেল যুবরাজের ভ্রমণ সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক লিখিতেছেন। ইহাতে শুদ্ধ তাহার ভারতবর্ষের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিত হইবে না। তিনি এই উপলক্ষে যে২ স্থানে গমন করেন তাহার সমুদয় বর্ণন থাকিবে। যুবরাজের সঙ্গে যে চিত্রকর নানা রমণীয় স্থানের চিত্র গ্রহণ করিতে আগমন করেন, তিনি এই পুস্তক তাহার চিত্র দ্বারা সুশোভিত করিবেন। যুবরাজের ভারতবর্ষ দর্শনে অনেক কীর্ত্তি স্থাপন ও উপকার হইল। এখন যে ভারতবর্ষের নিমিত্ত এই সমুদয় হইল, তাহার যদি কোন রূপ উপকার না হয় তাহা হইলে নিতান্ত অবিচার হইবে।

—যুবরাজ যখন এ দেশে আগমন করেন তখন গ্রাফিক নামক এক খানি সচিত্র সম্বাদ পত্র তাহাদের পক্ষ হইতে দুই জন চিত্রকর প্রেরণ করেন। এই চিত্রকরেরা যে সমুদয় অপুর্ব্ব চিত্র গ্রহণ করেন তাহা আমেরিকায় যে মেলা হইতেছে সেইখানে প্রেরিত হইয়াছে। আমেরিকার মেলাতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে প্রধান২ লোকের সমাগম হইয়াছে। তাহারা এই চিত্র দেখিয়া বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষকে বিধাতা কি মনোহর করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং ইংরাজেরা এক ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া পৃথিবীর সকল সুখই উপভোগ করিতেছেন।

—আফেরিকায় দাস ব্যবসায়ের কারণ শুদ্ধ অর্থোপার্জ্জন নহে। তথাকার লোকেরা ডাইন বিশ্বাস করে এবং তাহাদের মধ্যে যদি কেহ ডাইন থাকে তবে তাহারা তাহাকে হয় বধ নয় দাসের ন্যায় বিক্রয় করে। কোন স্থানে কেহ এই অপরাধে অপরাধী হইলে তাহার পরিবারস্থ সমুদয় ব্যক্তি দাস স্বরূপ গৃহীত হয় এবং তাহার যে সম্পত্তি থাকে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। নগরবাসীরা এই দাস ও সম্পত্তি আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লয়। আফেরিকাবাসীদগের মধ্যে অনাবৃষ্টি, মড়ক, পীড়া, অজন্মা অথবা অন্য কোন রূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহারা বিশ্বাস করে যে, কোন ডাইন কর্ত্তৃক এই সমুদয় উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে। এই উপদ্রব নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাহারা এই অনিষ্টকারী ডাইনের অনুসন্ধান করে। যাহার উপর সন্দেহ হয় তাহাকে উক্ত প্রণালীতে দণ্ড করে অথবা তাহার গুরুতর অর্থ দণ্ড দিতে হয়। এই দণ্ড প্রদানে অক্ষম হইলে দাস রূপে সে বিক্রীত হয়। কখন২ কাহার উপর সন্দেহ হইলেই সে এরূপ দণ্ডগ্রস্ত হয় না। সে অপরাধী কি না তাহার পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার প্রণালী এই। আফেরিকায় এক বৃহৎ বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষের বল্কল চূর্ণ আহার করিলে হয় ভেদ নয় বমন হয়। এই বৃক্ষ চূর্ণ ডাইনকে আহার করান হয়। আহার করিয়া যদি তাহার বমন হয়, তবে সে নির্দ্দোষী এবং তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যদি ভেদ হয় তাহা হইলে হয় সে উহাতেই প্রাণ ত্যাগ করে, অথবা সকলে জুঠিয়া নানা রূপে তাহার প্রাণ নষ্ট করে। যাহারা এই পরীক্ষা করে তাহারা নাকি এই বৃক্ষের বল্কলের নানা রূপ চূর্ণ প্রস্তুত করিতে পারে। ইহার কোন চূর্ণ দ্বারা বমন হয়, কোন চূর্ণ দ্বারা ভেদ হয়। ডাইনেরা অনেক সময় ইহাদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া প্রাণ রক্ষা করে। কোন২ জাতির মধ্যে পরীক্ষার আর একটী নূতন পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহারা বাঁশের ছোট২ কুঞ্চি কোঁকড়া করিয়া তাহার দুই মুখ মৃত্তিকায় নিম্নে পুতিয়া রাখে। ডাইদের উপরিউক্ত ঔষধ সেবন করিয়া এই সমুদয় কুঞ্চির নিম্ন দিয়া গমনাগমন করিতে হয়। যদি এই রূপ গমনাগমন কালে কেহ পতিত হয় তাহা হইলে তাহার অপরাধের আর কোন প্রমাণের আবশ্যক করে না। তাহাকে সকলে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে। এই রূপ পরীক্ষা হইবার পূর্ব্বে অপরাধী কোন একটী ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ থাকে। গৃহের চারি দিকে প্রহরী থাকে এবং যে দিন পরীক্ষা হইবে তাহার পূর্ব্ব রাত্রে ৫।৭ শত বালক বালিকা ও স্ত্রী লোক এই গৃহের চারি দিকে বেষ্টন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঢাক এবং অন্যান্য বাদ্য ও নৃত্য করে। যখন পরীক্ষা আরম্ভ হয় তখন চারি দিকে লোক অস্ত্র শস্ত্র লাঠি হস্তে করিয়া ঘিরিয়া থাকে এবং যে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হয় আর সকলে পড়িয়া হত্যা করে।

—পারিসে ফিগারো নামক এক খানি সম্বাদ পত্র আছে। ইহাতে সার সলার জং সম্বন্ধে এই রূপ লিখিত হইয়াছে। সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, সার সালার জং হাইদ্রাবাদের নবাবের মন্ত্রী নহে। ইনি স্বয়ংই নবাব এবং এই নিমিত্ত ইটালিতে উপস্থিত হইলে রাজার ন্যায় তিনি গৃহীত হন। আবার যুবরাজের সম্মানের নিমিত্ত লণ্ডনে একটী ভোজ দেওয়ার কথা হয়, সালার জং এখানে নিমন্ত্রিত হন, কিন্তু পারিসে শিড়ি হইতে পতিত হইয়া তাহার পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ইনি লণ্ডনে সময় মত উপস্থিত হইতে পারেন না, সেই নিমিত্ত যুবরাজের ভোজ বন্ধ হয়। ফিগারো লিখিয়াছেন যে, সার সালার জং শুদ্ধ হাইদ্রাবাদের নিজাম নহেন, তিনি দিল্লীর সম্রাট বংশোদ্ভুত। সালার জং সম্বন্ধে লিখিতে লিখিতে ফিগারো ভারতবর্ষের রাজাদিগের অর্থ সঙ্গতির বিষয় উত্থাপন করেন এবং তাহারা যে রূপ ধনী তাহার উদাহরণ স্বরূপ তিনি লিখিয়াছেন, যে ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের একবার পঞ্চাশ কোটি টাকা ঋণ করিবেন এই রূপ বিজ্ঞাপন দেন। ভারতবর্ষের এক জন নবাব গবর্ণমেণ্টকে সমুদয় টাকা ঋণ দিবেন এই রূপ বলিয়া পাঠান। এই টাকা সম্বন্ধে বন্দবস্ত করিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনারেল নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের নিমিত্ত একটী স্থান নির্দ্ধারিত হয় এবং সেখানে গবর্ণর জেনারেল ও নবাব উভয় উপস্থিত হন। গবর্ণর জেনারেল ৪ ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া গমন করেন এবং তাহার সঙ্গে কতক গুলি শিপাহী প্রহরী গমন করে। নবাব যে শকট আরোহণ করিয়া আগমন করেন তাহা ব্যাঘ্রে টানিয়া আনে এবং তাহার সঙ্গে আড়াই হাজার লোক আইসে। গবর্ণর জেনারেল ইহা দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হন। এই ফরাশিশ সম্বাদ পত্রের এই সম্বাদটী লইয়া ইংরাজেরা অনেক কৌতুক করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে কৌতুকের বিষয় কি আছে আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সার সালার জং যে এক হিসাবে স্বয়ং নিজাম তাহারও কোন ভুল নাই এবং এক্ষণ না হউক ভারতবর্ষের রাজারা একদিন গবর্ণমেণ্টকে সে৫০কোটী টাকা ঋণ দিতে পারিতেন তাহারও কোন ভুল নাই। ব্যাঘ্রের গাড়ীতে চড়িয়া আসা হয়ত মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু এদেশের রাজারা যে ব্যাঘ্রের গাড়ি ব্যবহার করিতেন সেটী সত্য। সে দিন যুবরাজকেও এক জন এক খানি ব্যাঘ্রের গাড়ি উপহার প্রদান করেন। এদেশের রাজারা যে এখন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন তথাচ তাহাদের সজ্জা দেখিয়া গবর্ণর জেনারেলের লজ্জা হইতে পারে। তবে ইতিপূর্ব্বে যে তাহাদের সজ্জা দেখিয়া গবর্ণর জেনারেলের লজ্জা লইয়া থাকিবে বিচিত্র কি?

—বাইসাইকেল অর্থাৎ যে শকট আরোহী আপনি চালাইতে পারে অনেকে দর্শন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে এখন এই বাই সাইকেল বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা চালিত হইতেছে। ইহাতে বিশেষ কি উপকার হইবে তাহা আমরা জানি না। অথবা ইহাতে নূতনত্বই বা কি আছে তাহা ও আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু তথায় ইংলণ্ডে ইহা লইয়া মহা ধুম যাইতেছে এবং বোধ হয় যিনি ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন তিনি ইহা দ্বারা বিস্তর অর্থ ও উপার্জ্জন করিবেন। যেখানে অর্থ আছে ও মনোসুখ আছে, সেখানে যাহা নূতন হয় তাহাতেই লোকে উন্মত্ত হয়।

—যুবরাজের ভারি বিপদ। সম্প্রতি পার্লিয়েমেণ্ট ভূমি সম্বন্ধে একটী নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিতেছেন। যুবরাজের সান্ড্রিংহম নামক একটি জমিদারি আছে। এই আইন দ্বারা সেই জমিদারির বিস্তর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তিনি এই আইনের প্রতিবাদ করিবেন এবং প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। এই একটী ঘটনা দ্বারা আনায়াসে বুঝা যায় যে, ইংলণ্ডে রাজার কি পদ। যুবরাজকে ইংরাজ জাতি কি রূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করেন তাহ এ দেশের অনেকে চক্ষে দেখিয়াছেন। যুবরাজ আগমন করিলে কলিকাতার এক খানি ইংরাজি দৈনিক সম্বাদ পত্রে চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ বর্ণের রেখা দেওয়া হয়, এই নিমিত্ত ইংরাজ মাত্রে তাহার উপর বিরক্ত হন। যুবরাজের উপর ইংরাজদিগের এই রূপ অটল ভক্তি অথচ ইংলণ্ডে তাঁহার সমান্য এক জন প্রজার ন্যায় আইনের প্রতিবাদ করিতে হইতেছে। এটি ইংলণ্ডের রাজাদিগের গুণ নহে, সেখানকার প্রজাদিগের গুণ। তাহারা রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে কিন্তু আপন স্বত্ব ও অর্থের নিমিত্ত রাজার মস্তকচ্ছেদন করিতে পারে এবং যে রাজা তাহাদের স্বার্থ ও স্বত্ব রক্ষা করেন তাহার নিমিত্ত নিজের নহে সপরিবারের প্রাণ দিতে পারে।

—রাঙ্গুনে এক দল লোক ধরা পড়িয়াছে তাহারা মেকি টাকা প্রস্তুত করিত। ইহারা যে টাকা প্রস্তুত করিত তাহার সঙ্গে প্রকৃত টাকার কিছু মাত্র বিভিন্নতা নাই, কেবল ওজন করিলে মেকি টাকা কম হইত। গবর্ণমেণ্ট কলের দ্বারা যে রূপ টাকা প্রস্তুত করেন, হস্তে অবিকল সেই রূপ প্রস্তুত করা অসাধারণ ক্ষমতা এবং যে ব্যক্তি ইহা করিতে পারে সে যে অসাধারণ ব্যক্তি তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষা, সদুপদেশ এবং সুযোগ অভাবে এই রূপ অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এই রূপ জঘন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। এ দেশে এই রূপ অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বিস্তর আছে এবং তাহারা যদি সুযোগ ও সুশিক্ষা পাইত তাহা হইলে এক এক জন বিখ্যাত লোক হইতে পারিত।

—যুবরাজ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করাবধি তাহার পায়ে এক রূপ বেদনা হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। আজ ৫ বৎসর হইল তাহার ভয়ানক পীড়া হয় এবং তিনি রক্ষা পাইবেন না অনেকে এই আশঙ্কা করেন। এ পায়ের বেদনা সেই পীড়ার ফল। ডাক্তারেরা বলেন যে যুবরাজের যে রূপ উৎকট জ্বর হইয়াছিল তাহার ফল প্রায়ই এই রূপ হয়। কলিকাতায় অবস্থিতি কালে তাঁহার পায়ে ঐ রূপ বেদনা উপস্থিত হয় এবং সেই নিমিত্ত তিনি গোয়ালন্দে শিকার করিতে যাইতে পারেন না।

—প্রিন্সের সঙ্গে সিমসন নামক এক জন চিত্রকর এ দেশে আগমন করেন। যখন যুবরাজ নেপালের প্রান্তে শিকারের নিমিত্ত গমন করেন, ইনি ও সেই সঙ্গে গমন করেন। তিনি সেখান হইতে প্রকৃতির নানা রূপ চিত্র লইয়া আইসেন। এই সমুদয় চিত্র তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া সকলকে দর্শন করাইতেন। যুবরাজ এবং অন্যান্য শিকারীরা কি রূপে শিকায় করেন তাহারও তিনি অনেক গুলি চিত্র লইয়া গিয়াছেন।

—আফেরিকার গবেষণকারী লেফটেনেণ্ট কেমারণ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইউরোপ উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি আবার গবেষণার্থ আফেরিকায় গমন করিতেছেন। এবার তাঁহার যে ব্যয় পড়িবে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট তন্মধ্যে ৩০ হাজার টাকা প্রদান করিবেন। ইউরোপীয়দিগের যে রূপ উদ্যোগ তাহাতে বোধ হয় আফেরিকাবাসীদিগের এত দিন পরে বিনাশ উপস্থিত হইল। ইউরোপীয়েরা আমেরিকার আদিমবাসীদিগকে নির্ম্মূল করিয়াছেন, আশিয়ার প্রধান রাজ্য ভারতবর্ষে যে রূপ দুর্দ্দশা তাহাতে আর্য্য জাতির নির্ম্মূলের উপক্রম হইয়াছে। মধ্য আশিয়াও ইউরোপীয় জাতি অধিকার করিয়াছেন, চিনদিগের মধ্যে অহিফেণ প্রভৃতি বিষ প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদিগকে যাদশাপন্ন করিয়াছেন। আশিয়ার অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যও ইহাদের সংস্পর্শে দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আরার অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপ সমুদয় ও ইহারা উদরস্থ করিয়াছেন। এখন আফেরিকায় প্রবেশ করিলে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল ধবল মূর্ত্তি বিরাজমান করিবে।

—ফিলাডেলফিয়াতে যে শতবার্ষিক মেলা হয় তাহাতে ৯৩ রকম আপেল ফল প্রদর্শিত হয়। আমেরিকা আপেল ফলের একটী প্রধান স্থান। আমরা এ দেশে যে রূপ আম্রের নানা রূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছি, আমেরিকায় সেই রূপ আপেল ফলের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

—চিন দেশে নিয়ম আছে যে বিনা পরীক্ষায় কেহ কোন রাজ প্রসাদ লাভ করিতে পারে না। সেখানে বংশ মর্য্যদা অনুসারে সমাজে পদ নির্ণীত হয় না। যিনি পরীক্ষা দ্বারা আপনার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন তিনিই ভদ্র সমাজে প্রবেশ করেন ও উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন। চিন সম্রাটের আদেশ অনুসারে এই পরীক্ষা হয়। সম্প্রতি এই পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এই পরিক্ষায় ৩ তিন হাজার পরীক্ষার্থী উপস্থিত হন। পরীক্ষার্থীদিগের ৩৩১ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের আর একটী পরীক্ষা দিতে হইবে এবং সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহারা ভদ্র সমাজে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্রেরিত।

কর সম্বন্ধীয় তর্ক।

ভূসম্পত্তির কর সম্বন্ধীয় তর্ক চির দিন সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে। গবর্ণমেণ্ট, ভূম্যধিকারিগণের চিরস্থায়ী বন্দবস্তে নিরুপায় হইয়া নানা উপলক্ষ করতঃ নিত্য নূতন কর সংস্থাপন করিতেছেন। ভূম্যধিকারিগণ রাজবিধির নিয়ত পরিবর্ত্তনে নানা রূপ ধারণ করিতেছেন। বাস্তবিক নিয়ত পরিবর্ত্তন দ্বারা কি কর্ম্ম ক্ষেত্র কি ধর্ম্ম রাজ্য কোন রাজ্যেই প্রকৃত সুখাস্বাদন করিতে পারা যায় না। অভাব থাকিলে সেই অভাব পরিপূরণের জন্য প্রস্তুত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যাহা করিলে ভূম্যধিকারিগণের সহিত প্রজা পুঞ্জের অন্তরের অমলিনটির তিরোহিত হয় সে কথা কেহই মুখে আনেন না। লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর আট আইনের ১৮ ধারার মিলন করিয়া কার্য্য করিবার জন্য মিনিট প্রস্তুত করতঃ ভূম্যধিকারিগণের নিকট ইতি কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে মত চাহিয়াছেন, যদি এই মিনিট সাধারণ প্রজার সহিত ভূম্যধিকারিগণের অন্তরের বিবাদ ভঞ্জনের এক উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে বোধ হয় ভুল হইয়াছে। প্রত্যেক জমিদারের জমিদারিতে ভূমির অবস্থার অনুকূলে এক একটি নিরিখ অর্থাৎ হার ধার্য্য আছে। ঐ হার ভূম্যধিকারিগণের প্রদত্ত পঞ্জসনার কাগজ যাহা সরকার বাহাদুরের রেবেনিউ বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন তদনুসারে ভূমির উৎপন্ন সস্তের মূল্যে তারতম্যানুযায়ী ভূম্যধিকারিগন কৃষি প্রজার নিকট কর লইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে উৎপন্ন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অথচ ভূম্যধিকারিগণের যথা পূর্ব্ব তথা পরং, এক্ষণে ভূম্যধিকারিরা ঐ উন্নতাবস্থার উপযুক্ত কর ধার্য্যে অগ্রসর হইলেই বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। এই বিষয়ের প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত হইলে সকল বিবাদ অচিরে ভঞ্জিত হইতে পারে। যদি ভূম্যধিকারিগণ বর্ত্তমান ভূমির অবস্থানুযায়ী উৎপন্ন শস্যের মূল্যের অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হারে কর পান, তাহা হইলে প্রজার সহিত কোনই বিবাদ থাকে না। এবং তদনুসারে কি মধ্যবিৎ প্রজা কি সাধারণ প্রজা সর্ব্ব সাধারণ প্রজার সঙ্গে ভূম্যধিকারিগণ ইস্তমুরার বন্দবস্ত করিতে পারেন। বোধ হয় উল্লিখিত নিয়মে কর ধার্য্য হইলে আর পানম্পাস প্রভৃতি অন্যান্য নিসন্ত বন্দবস্তের কারণ না ধরিয়া কেবল উৎপন্ন সস্তের মূল্যের বৃদ্ধি, বৃদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ করিলেই যথেষ্ট, যদি এই কথারই নিদানীভূত উপস্থিত প্রস্তাব হয় তাহা হইলে বোধ হয় কোন সুবোধ ভূম্যধিকারিই অনভিপ্রায় করিবেন না। যদি তাহা না হয় তবে চরমে কাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে কে জানে।

উপস্থিত রিজলিউসন দেখিয়া আপাতত হয় ত ভূম্যধিকারি মহোদয়রা উল্লাসিত হইয়াছেন। কিন্তু কর বৃদ্ধি সম্বন্ধে আদালতে কি রূপ কার্য্য চলিতেছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া না দেখিয়া উল্লাসিত হওয়াটা বড় ভাল হইতেছে না। মধ্যবিৎ প্রজার সত্ব ধ্বংশ হইল তাহারা আর অল্প জমায় জমি ভোগ করিতে পারিবে না এই একটি প্রধান উৎসাহের ও উল্লাসের কারণ। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে হাসিবার বিষয় কিছু নাই শেষ কেবলই কাঁদিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

১২৮৩। ২০এ আষাঢ়। } বশম্বদ
কুণ্ডী গোপালপুর। } আপনার এক জন গ্রাহক

সরাইলের ভূম্যধিকারী।

সরাইলের সুপ্রসিদ্ধ অন্যতর ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ রায় মহাশয়, এই পরগণার সাধারণ লোকের উপকারার্থে ভূরি২ সৎকার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা এণ্ট্রান্স স্কুল, সরাইল অন্নদা স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়, এবং অন্যান্য গ্রাম্য পাঠশালাদি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। তাহার যত্ন ও আগ্রহে পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়াদি যথোপযুক্ত সুফলও প্রদান করিতেছে। ইহাতে তাঁহার প্রজা হিতৈষিতা কত দূর প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া শেষ করা যায় না।

এবার সরাইল পরগণায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছিল। কেহ এক বেলা আহার কেহ বা উপবাস করিয়াও দিন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এমন সময় প্রগুক্ত জমিদার মহোদয় প্রজা পুঞ্জের দুঃখে দুঃখিত হইয়া স্বকীয় সহৃদয়তা গুণে অন্ন ক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে যথোপযুক্ত তণ্ডুল ও অর্থ বিতরণ পূর্ব্বক উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। এবং এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে যত দিন এই দুর্ভিক্ষ থাকিবেক, তত দিন পর্য্যন্ত এই প্রকার দানে বিরত হইবেন না। জানিতে পারিলাম প্রত্যহ গড়ে ৫০ মন চাউল ও ৩০ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে।

ইহা কি সামান্য বদান্যতা ও প্রজা বৎসলতার বিষয়। আমরা জগদীশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করি তিনি আমাদের এই দিন পালক জমিদার মহাশয়কে চিরজিবী ও চির সুখী করুন। ভরসা করি উদার গবর্ণমেণ্ট প্রোক্ত ভূম্যধিকারী মহোদয়ের অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যের যথোচিত পুরুস্কার দানে বিরত থাকিবেন না।

অবশেষে ইহা ও না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমাদিগের জমিদার মহোদয়ের প্রধান কর্ম্মচারী অত্রস্থ নাএব শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ঘোষাল মহাশয় ও উপস্থিত কার্য্যে যথোচিত পরিশ্রম সহকারে কোথাও স্বয়ং কোথাও অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারায় গ্রামে২ লোকের বাড়ী২ স্বতঃ পরতঃ অনুসন্ধান ক্রমে জানিয়া যথোপযুক্ত মতে বিতরণ দ্বারায় রক্ষা করিতেছেন, কুল মর্য্যাদানুসারে যে সকল ভদ্র পরিবারগণ বিতরণ যাচঞা করিতে পারে নাই তিনি তাহাদিগের জন্যও নিশ্চিন্ত নহেন। জগদীশ্বর করুন তাঁহার এই সুমহৎ প্রবৃত্তি দিন২ উত্তেজিত হউক এবং ইহ পরোকালে সর্ব্ব সাধারণের স্বরণীয় হউন।

সরাইল। শ্রীঃ—

ত্রিহুত পোষ্টাফিশ।

এখানকার পোষ্ট আফিসের গোলযোগ সকলের পক্ষেই নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। দেখুন মাতা পিতা, ভাই বন্ধু, আত্মীয়, বান্ধব স্ত্রী পরিবার পরিত্যাগ করিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে কয়েদির ন্যায়, অর্থের লোভে, অন্নের জন্য বাস করিতেছি, কাহার মুখ দর্শন হয় না। পত্রিকাই এক মাত্র জীবন সন্তোষের উপায়। কিন্তু উক্ত পোষ্টাফিশের বিশৃংখলতার দরুন আমি সেই অল্প সুখেও প্রায় প্রত্যহ বঞ্চিত হইয়া আসিতেছি। আমার পত্র ও সংবাদ পত্রিকা গুলি মোঃ দরভাঙ্গা নিয়মিত সময়ে আইসে, এবং কুটির পিওন প্রত্যহ শ্রীযুত সাহেবের পত্রাদি আনিতে যায় কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পোষ্টাফিশের কর্ম্মচারীগণ আমার পত্র ও পত্রিকা গুলি প্যাদা মাঃ ডিলিভারি না করিয়া তথা হইতে সীতামারী রওনা করেন এবং সীতামারী হইতে জালে ব্রাঞ্চ আফিসে চালান দেন। শেষোল্লিখিত ডাক ঘরে অভাব পক্ষে পত্র ও সমাচার কাগজ আসিলে সচারাচর ১০।১৫ দিন অবস্থিতি করিতে হয়। মহাশয়, দুঃখের কথা বলিতে কি বিগত ১৫ই জুন তারিখের পত্রিকা খানি অনেক অনুসন্ধানের পর ২৯শে তারিখে রাত্রিকালে জালে ডাক পিওন দ্বারা প্রাপ্ত হইলাম। আর দেশ হইতে এক জন আত্মীয় গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ আমাকে এক পত্র লিখিয়াছেন সেই দিন ডাকে রওনা করেন এবং বিগত ১৬ই জুন তারিখে দরভাঙ্গা পৌছে কিন্তু ১৫।১৬ দিন বাদে গত কল্য উক্ত পত্র প্রাপ্ত হইলাম, আর আপনার ১৯ সংখ্যা ২২শে জুন তারিখের পত্রিকার অদ্যাবধি অনুসন্ধান হইল না এবং আর ও বাটী হইতে ও অন্যান্য বন্ধুগণের নিকট হইতে ৪।৫ খানি বিশেষ দরকারি অতি আবশ্যকীয় পত্র অদ্যাবধি প্রাপ্ত হইলাম না। এ প্রদেশে হিন্দী ও পারস্য ভাষায় সকলেই এমন কি বড়২ জমিদার ও মহাজন বেয়ারিং পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। প্রাণান্তেও ষ্ট্যাম্প দিবেন না, কারণ সকলের একটী সংস্কার আছে বেয়ারিং দিলে, সত্বর পৌছিবে [illegible] কম ১৫।১৬ দিন ডাক ঘরে পত্র গুলি পড়িয়া থাকে যখন পোষ্ট মাষ্টারের মর্জ্জি হয় তখন পিওন পাঠান। এখানকার সকলে পত্র পাইলেই চরিতার্থতা লাভ করেন বিলম্ব হইয়াছে এমন কথা মুখেও আনেন না বরং সন্তুষ্ট হইয়া প্যাদাকে উচিত মাশুল অপেক্ষা ২।৪টী পয়সা বেশী দেন কখন বা এক সন্ধ্যা ভোজন দেন। এ জন্য প্যাদাদের এত দূর আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিলম্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ দুচারিটী কড়া২ কথা শুনাইয়া দেয়, বলে তোমাদের বেতন ভোগী চাকর নহি যে শীঘ্র২ এক দিনেই পত্র গুলি আনিয়া দিব। এতাবৎ আমার বিশ্বাস ছিল যে, দেশ হইতে কেহ পত্রাদি লিখিতেছেন না ও আপনারাও পত্রিকা প্রেরণে বিমুখ হইয়াছেন কিন্তু দরভাঙ্গায় ডাক কর্ম্মচারিদের এত দূর কার্য্য দক্ষতা ও সুবিজ্ঞতা জ্ঞাত ছিলাম না। এই রূপে ঠিকানায় গোলমাল করিয়া উক্ত বাবুগণ আমাকে যে কত দূর অকারণ চিন্তায় ও মনে দুঃখে নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত ডাক কর্ম্মচারিগণ দরভাঙ্গা ঠিকানার পত্র গুলি কোন নিয়মে সিতামারী রওনা করিয়া থাকেন? আর সকল পোষ্টাফিশে কি গবর্ণমেণ্টের এই প্রকার নিয়ম, কি স্থান বিশেষে ইতর বিশেষ আছে?

আপনার একান্ত বশম্বদ।
শ্রীভুবন মোহন ঘোষ।

পত্র প্রেরক যে সমুদায় পত্র ও পত্রিকা বিলম্বে পান তাহার মোড়ক গুলি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। স।

বিজ্ঞাপন।

দুখ সঙ্গিনী (গীতিকাব্য)
মূল্য ৸০ ডাকমাসুল ৴০ আনা
ভারতে সুখ
মূল্য ৶০ ডাকমাসুল ৴০ আনা
৫৫ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্য।

শরৎ—সরোজিনী নাটক।
দ্বিতীয় সংস্করণ! দ্বিতীয় সংস্করণ!!
দ্বিতীয় সংস্করণ!!!
মূল্য ১৶০, ডাকমাশুল ৶০।
কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, ৫৪ সংখ্যা কলেজ ষ্ট্রিট, মেসার্স, কে, এম' মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোম্পানির ও প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য।

অবকাশ-গাথা।—কোষকাব্য।
বিবিধ সুললিতচ্ছন্দোবন্ধে গ্রথিত।
মূল্য ৷৶০ আনা, ডাক মাশুল ৶০ আনা।
কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ক্যানিং লাইব্রেরি এবং চীনাবাজারে শ্রীযুক্ত পদ্মচন্দ্র নাথের নিকট পাওয়া যায়।

নাটককার উমেশ চন্দ্র প্রণীত।
'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক'
(আরঙ্গজীবের সাময়িক ইতিহাস মূলক দৃশ্য কাব্য)
মূল্য ৷৷৶০ আনা।
সাধারণী, বেঙ্গল মেগাজীন, ভারত সংস্কারক ও এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ২ কাগজে ইহার প্রশংসা পরিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।
ঢাকার বান্ধব কার্য্যালয়, কলিকাতার কেনীং লাইব্রেরী এবং হিন্দু হোষ্টেলবাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।